

মেয়েদের বিয়ের বয়স ২১ বছর করার আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ দেশে প্রচলিত বিবাহিত আইন অনুযায়ী, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য মেয়েদের বৈধ বয়স ১৮ বছর। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে তা ২১ বছর। তবে স্ত্রী-পুরুষ, উভয়ের জন্যই এই বয়স এক করার জন্য শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পিএস নরসিংহ ও বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চে এই আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি ছিল। তবে এই আবেদন শুনতে নারাজ দেশের শীর্ষ আদালত। আবেদনকারীর মৃত্তি, বিয়ের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষদের ভিন্ন ভিন্ন বয়স সংবিধানের ১৪,



১৫ ও ২১ ধারা এবং সমানাধিকারকে লঙ্ঘন করে। তিনি বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য মেয়েদের বয়স ২১ বছর করার কথা বলেন। এর ফলে বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা, দু’জনেরই বৈধ বয়স হত ২১ বছর। তবে এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আদালত সংসদকে আইন প্রণয়নের জন্য জারি করতে পারে না। আইনে কোনও পরিবর্তনের বিষয়টি সংসদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে আদালতের পর্ববক্ষণ। তাই এই আবেদনও বাতিল হয়ে যায়। এই আবেদনের ভিত্তিতে আদালতে শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি বলেছেন, “আপনি বলছেন বিয়ের জন্য মেয়েদের যোগ্য বয়স হওয়া উচিত ২১ বছর। ১৮ বছর নয়। কিন্তু আমরা যদি মেয়েদের বিয়ের বয়সের এই ১৮ বছরের সীমা তুলে নিই তাহলে আর কোনও বয়সের বাধাই থাকছে না। তাহলে তো ৫ বছরের এক শিশুও বিয়ে করতে পারে।” প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে সংসদে একটি বিল নিয়ে এসেছিল কেন্দ্র। সেখানে বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য মেয়েদের বয়স ১৮ বছর থেকে ২১ বছর করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেই বিলটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। আপাতত সেখানেই বুলে রয়েছে বিষয়টি।

চাকরির ‘খরা’ কাটাতে যজ্ঞ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ধর্মতলার ধরনাতলায় নতুন আন্দোলন-অবস্থান। আন্দোলনে এসএলএসটি চাকরিপ্রার্থীরা। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে না। এসএসসি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির দাবিতে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয় এদিন। সোমবার সকাল থেকে এই হোমায়জ শুরু করেন চাকরি প্রার্থীরা। তাঁদের বক্তব্য, সাত বছরে একবারের জন্যও সরকার এসএসসি পরীক্ষা নিতে পারল না। একইসঙ্গে তাঁদের অভিযোগ, নিয়োগের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে প্রতি খাতে দুর্নীতি হয়েছে। একে একে পেরাজের খোসা ছাড়ানো চলছে। সিরিআই, ইউরি জালে এক একজন মাঝা। কোটি কোটি টাকার খেলায় শিক্ষিত, প্রকৃত মেধার অধিকারীরা পথে বসছেন বলেও অভিযোগ তাঁদের। আন্দোলনকারীরা জানান, বিএও পাশ করছেন তাঁরা। অথচ তাঁদের নিয়োগ নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি নেই। ২০২২ সালের ৫ মে কমিশনের ওয়েবসাইটে একটি নোটিস দেওয়া হয়েছিল। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, সেখানে বলা হয়, নতুন নোটিফিকেশন দেওয়া হবে, পরীক্ষা নেওয়া হবে। তারপরও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। দ্রুত এই বিজ্ঞপ্তির দাবিতে এবার ময়াদনে তাঁরা। এক আন্দোলনকারীর কথায়, “সাত বছর হয়ে গেল কোনও এসএসসি পরীক্ষা হয় না। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষবার এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল। এরপর আজ অবধি পরীক্ষা নিতে পারল না সরকার। অবিলম্বে যাতে পরীক্ষা নেওয়া হয় তাই আজ আমরা এই মহাযজ্ঞ করছি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আবেদন দ্রুত মেনে গেজেট নোটিফিকেশন দিয়ে পরীক্ষা হয়। ফেব্রুয়ারির মধ্যে যেন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়, তাই এই মহাযজ্ঞ।”

নবান্নের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও রাজ্যজুড়ে ডিএ’র দাবিতে কর্মবিরতি সরকারি কর্মচারীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকে বিভিন্ন সরকারি দফতরে কর্মবিরতি। বকেয়া ডিএ’র দাবিতে সোমবার স্কুল, সরকারি দফতর, এমনকী আদালতেও চলে কর্মবিরতি। টানা ৪৮ ঘণ্টার কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। সোমবারের পাশাপাশি মঙ্গলবারও কর্মবিরতি চলবে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যে ৬৫টি সংগঠন ছিল, এদিন তাতে যুক্ত হয় আরও তিনটি সংগঠন। মহাকরণ ও নব মহাকরণে যৌথ মঞ্চের সমর্থনে যারা, তারা অফিসে এলেও কাজ করেননি এদিন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের বক্তব্য, “সরকার যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, ২০-২১ তারিখ জরুরি কারণ ছাড়া অফিসে না এলে কাজের রেকর্ড থেকে একটা দিন মুছে যাবে। সরকার আসলে ধর্মঘট ও কর্মবিরতি গুলিয়ে ফেলেছে। কর্মবিরতি মানে অফিসে হাজিরা দিয়ে কাজ না করা। আমরা ধর্মঘট করছি না, অফিসে হাজিরা দিয়ে পেন ডাউন রাখছি। শহিদ মিনারে আমাদের অনশন চলছে। তাতেও কাজ না হলে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে ভাবব।” যদিও সরকারের সমর্থনে যারা এই মহাকরণ ও নব মহাকরণের বিভিন্ন বিভাগে চাকরি করেন, তাঁরা রাজ্য বাজেটে ৬ শতাংশ ডিএ যোগ্যতার জন্য আবার মুখামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এদিন। তবে কলকাতার পাশাপাশি জেলায় জেলায় বিভিন্ন দফতরে কর্মবিরতির ছবি দেখা গিয়েছে। তবে এই কর্মবিরতির বিরোধিতাও শোনা গিয়েছে সরকার সমর্থিত কর্মচারীদের মুখে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কর্মবিরতির ছবি। শিলিগুড়িতে সূর্যদেন কলেজ কর্মবিরতিতে অংশ নেন কলেজের অশিক্ষক কর্মী ও অধ্যাপকদের একাংশ। প্রাক্তন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মুকুলকান্তি ঘোষ ও কর্মবিরতিতে যোগ দেন। তাঁদের বক্তব্য, ডিএ দিতেই হবে। না হলে আরও ঝামেলা হবে আন্দোলন। সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা আদালতের কর্মবিরতি চলে। আন্দোলনকারীরা জানান, কলকাতায় যেনব কর্মী বকেয়া মহাধ তাভার জন্য আন্দোলন করছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই এই কর্মবিরতি। এদিন পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ফলে



ইসলামের হাতে পদত্যাগ পত্র তুলে দেন। তাঁরা জানান, বকেয়া ডিএ ও স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে কলকাতার শহিদ মিনারে যে আন্দোলন-অনশন চলছে, তাঁরাও তার সমর্থন করেন। ডিএ’র দাবিতে আন্দোলনে আলিপুরদুয়ার আদালতের কর্মীরা। সংগ্রামী যৌথমঞ্চের উদ্যোগে টানা ৪৮ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করেন সংগ্রামী যৌথমঞ্চের সমর্থকরা। এদিকে এই আন্দোলনের ফলে আদালতের কাজে অচলবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাঁদের বকেয়া ডিএ না দিলে আরও বড় আন্দোলনের পথে হাটবেন তাঁরা। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে হাওড়ার ডোমজুড়ে বিভিন্ন অফিস থেকে শুরু করে সাকরহিল কেন্দ্রের বিএলআরও অফিসে কর্মচারীরা উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালন করেন। অন্যান্য দিন এই দফতরে মানুষের

ভিড় থাকলেও এদিন ভিড়ও কম বিডিও অফিসে। সাকরহিল বিএলআরও চন্দ্রাণী মল্লিকের বক্তব্য, ভিড় কম, কারণ সংবাদমাধ্যমে মানুষ খবর দেখে ভেবেছেন কাজ হবে না। তবে পরিসেবা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে এদিন দুপুর ১টা নাগাদ হাওড়ার আদালত চত্বরে কর্মবিরতি পালন করা হয়। বর্ধমানের দুর্গাপুরে মহকুমা আদালতেও এদিন

বারুইপুর মহকুমা আদালতেও এদিন কর্মচারীদের কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ মিছিল হয়। প্রায় ২০০ জন আদালত কর্মচারী এদিন এই মিছিলে সামিল হয়। ৩৯ শতাংশ ডিএ’র দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এই মিছিল হয়। কর্মব্যস্ত বারুইপুর মহকুমা আদালতে এদিনের এই আন্দোলনে স্বাভাবিক কাজকর্ম বাহত হয়েছে। হুগলির চুঁচুড়া, চন্দননগর ও শ্রীরামপুর আদালতের কর্মীদের একাংশও এদিন কর্মবিরতিতে সামিল হন। ৪৮ ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করেন তাঁরা। চুঁচুড়া আদালতে গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে স্লোগান দেন সরকারি কর্মীরা। চন্দননগর আদালতে গেটের সামনে বসেছিলেন। মেদিনীপুর জজকোর্টে কর্মবিরতি পালন করেন আদালত কর্মচারী সমিতি। বিচারক ও আইনজীবীদের কাজে বাধা না দিয়েই তারা তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বলেই দাবি করেন। আগামিদিনেও দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলেই জানান আদালত কর্মচারী সমিতির সম্পাদক। মুর্শিদাবাদ জেলা আদালতের সরকারি কর্মচারীরা এদিন কর্মবিরতি পালন করেন। পশ্চিমবঙ্গের আদালত কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে ডিএ এর দাবিতে কর্মবিরতি পালিত হয়। বর্ধমান আদালতের কর্মীরাও এদিন কর্মবিরতি পালন করেন। আজ সকাল থেকে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলেও আদালতের কর্মীরা আদালতে কোনও কাজে যোগ দেননি। সকাল থেকে জেলা সংস্কারগণ করদেন স্লোগান দেন তাঁরা। এই কর্মবিরতির জেরে পরিসেবা ব্যহত হয়। ব্যারাকপুর আদালত চত্বরে বকেয়া ডিএ’র দাবিতেও কর্মবিরতি পালিত হয় সোমবার। সংগ্রামী যৌথমঞ্চের সমর্থকরা জানান, ৪৮ ঘণ্টার এই কর্মবিরতিতে কাজ না হলে বৃহত্তর আদালতের পথে তাঁরা হাটবেন। বাকুড়া জেলা আদালতেও কর্মবিরতি। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলেও আদালতের কর্মীরা আদালতের কোনও কাজে যোগ দেননি। এর ফলে প্রভাব পড়ছে আদালতের কাজকর্মে। সকাল থেকে আদালতের জজ কোর্টের বারান্দায় বসে স্লোগান দেন সংগ্রামী মঞ্চের আন্দোলনকারীরা।

এবার ‘ডাবল’ জরিমানার কোপে মানিক ভট্টাচার্য ইন্টারভিউ নেওয়া ৪০ জনকে রুদ্ধদ্বার ‘জেরা’ করবেন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ চক ডাক্টার হাতে ক্লাসরুমে কী ভাবে পড়াবেন, তার পরীক্ষা দিতে হয় প্রাথমিক নিয়োগের অ্যাপ্টিটিউড টেস্টে। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছিলেন, তাঁদের অনেককেই সেই চক-ডাক্টার ছুঁতেই দেওয়া হয়নি। কেউ আবার ইন্টারভিউয়ে নিজের নাম-বাবার নাম জানিয়েই ছাড় পেয়েছিলেন। যারা ওই ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, এ বার তাঁদেরই মুখোমুখি হতে হবে প্রশ্নের। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এই ইন্টারভিউয়ারদের ডেকে পাঠিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য শুনবেন বলে। আপাতত ৪টি জেলা থেকে ৪০ জন ইন্টারভিউয়ারকে তলব করা হয়েছে মঙ্গলবার। বিচারপতি জানিয়েছেন, তিনি এই ইন্টারভিউয়ারদের মুখোমুখি হবেন নিজের এগুলোদের বাইরে। আদালত সুদে খবর, হাই কোর্টের সার্বশর্তবায়ীকী ভবনের কোনও একটি জায়গায় বসবে কোর্ট।

দিতে হবে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্যকে। গত ১৬ জানুয়ারি মামলাটিতে প্রথম নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ৬ বছরেও টেট-২০১৪ ফল না জানানোয় প্রাক্তন পর্বদ সভাপতির বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ আনেন এক পরীক্ষার্থী। সেই মামলার প্রথমে মানিক ভট্টাচার্যকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। কিন্তু, সিদ্ধল বেঞ্চের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন

ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হলেও তার শুনানি না হওয়ায় সিদ্দল বেঞ্চে ফের আবেদন করেন মানিকের আইনজীবী। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ একক বেঞ্চে মানিকের আইনজীবী জানান, ডিভিশন বেঞ্চে মামলা শুনানি না হওয়ায় আপাতত জরিমানার টাকা দেওয়ার নির্দেশ মূলতর্বি রাখুক একক বেঞ্চ। মানিকের এমন আবেদন কিরিয়ে, বিচারপতি



সেখানেই ওই ইন্টারভিউয়ারদের প্রশ্ন করবেন বিচারপতি। আর সেই প্রশ্নোত্তর পর্ব হবে রুদ্ধদ্বারে। সবরকম গোপনীয়তা বজায় রেখেই ইন্টারভিউয়ারদের স্বাক্ষগ্রহণ করবেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কোর্টে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বাইরের কেউ। শুধু যাঁদের স্বাক্ষ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং আইনজীবীরাই থাকবেন শুনানির সময়। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে সম্প্রতিই পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনছেন বিচারপতি। সেখানেই পরীক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছিলেন অনিয়মের। তাঁরা বলেছিলেন, যেখানে প্রাথমিকের অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর থাকে, সেখানে ইন্টারভিউ হয়েছে নিয়ম না মেনে। কোথাও কোথাও বারান্দায় বসিয়ে নেওয়া হয়েছে পরীক্ষা। কোথাও কোনও প্রশ্নই করা হয়নি পরীক্ষার্থীদের। এদিকে মানিক ভট্টাচার্যকেও এদিন কড়া নির্দেশ দেন বিচার গঙ্গোপাধ্যায়। আগেই ২ লক্ষ টাকা জরিমানা চেপেছিল। এবার সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে আবেদন করবে গিয়ে জরিমানার অক্ষ হয়ে গেল দ্বিগুণ। এবার, পরীক্ষার্থীকে ফল জানাতে ৬ বছর দেরি হওয়ার মামলায় ২ লক্ষ নয় ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা

অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পর্ববেক্ষণ ও নির্দেশ ছিল, “৭ দিনের মধ্যে জরিমানা টাকা দিতে হবে মানিককে। সেই টাকা শর্ট টার্ম ডিপোজিট হিসাবে জমা দিতে হবে হাইকোর্ট রেজিস্ট্রার জেনারেল কাছে। ডিভিশন বেঞ্চে মামলার ফল মানিকের পক্ষে গেলে সুদ-সহ টাকা ফেরত পাবেন প্রাক্তন সভাপতি।” ২০১৪ সালের টেট-এ অংশ নেন মাল্যারানি পাল। কিন্তু ওই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন কি না, পর্বদ তা জানায়নি বলে অভিযোগ। মামলকারীর বক্তব্য, টেটের ফল জানতে না পারায় ২০১৬ এবং ২০২০ সালের দু’টি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। এর ফলে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। এরপরে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২০১৪-র পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মায়ারানি পাল। মায়ারানি পালের আইনজীবী দিলোদু টুঙ্গোপাধ্যায় জানান, বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ২ মামলায় পর্ববেক্ষণ ছিল, “পরীক্ষা দিয়ে ফল জানান অধিকার প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর রয়েছে। কিন্তু পর্বদের শীর্ষপদে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।”

এবার পার্ক স্ট্রিট, কলকাতায় ফের বাস্তব বাস্তব টাকার হদিশ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতায় ফের উদ্ধার হল বাস্তব বাস্তব টাকা। এবার পার্ক স্ট্রিট থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে উদ্ধার করা হল ৫০ লক্ষ টাকা। ওই ব্যক্তির নাম রাজেশ কাসেরা। এসটিএফ-এর অফিসাররা সেই ব্যক্তিকে জেরা করে, আরেকটি আন্তানায় হানা দেয়। সেখানেও পাওয়া গিয়েছে বাস্তব বাস্তব টাকা। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে টাকা গোনার বাস্তব। বাস্তব টাকার উদ্ধার হয়। কলকাতা পুলিশ বাবুলাল লেন সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল। সেখান থেকে লাখ লাখ টাকা পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। তাদের ওই টাকার পেছনে প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ। একটি টেক্সটাইল



কোম্পানিতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকে বাজেয়াপ্ত হয় বিপুল টাকা। মনে করা হচ্ছে কালো টাকা সাধা করার জন্য হাওয়ালা আশ্রয় নেওয়া হত। সেই টাকাই জড়ো করা হয়েছিল বড়বাজারে। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে বলে খবর। এর আগে বালিয়াগঞ্জে ও গড়িয়াহাটেও বিপুল অঙ্কের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কলকাতা পুলিশের এসটিএফ গড়িয়াহাটের একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার করেছিল প্রায় ১ কোটি টাকা। সেই ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া দুজনের জামিন মিলেছে সম্প্রতি। আদালতে জানানো হয়েছে, এটা একটি নির্মাণ সংস্থার টাকা। এই টাকার পেছনে তারা উপযুক্ত নথি দেখিয়েছিলেন। এমনকী এই টাকার জন্য তারা আয়কর দিয়েছে বলেও দাবি করা হয়। এরপরই ধৃত দুজনের জামিন হয়েছে। তারা ওই নির্মাণ সংস্থার কর্মী। তারা এই টাকা সংস্থার কাজেই নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ওই বিপুল টাকা বাজেয়াপ্ত করে।

মিডডে মিলে মাংস-ভাত খেয়ে অসুস্থ কুলতলির স্কুলের চারশো পড়ুয়া!



দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ মিডডে মিল নিয়ে ফের প্রশ্নের মুখে স্কুল। মাংস-ভাত খেয়ে অসুস্থ প্রায় চারশোজন পড়ুয়া। কুলতলির খানা জলারোডিয়া ২ পঞ্চায়েতে এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সোমবার দুপুরে মিডডে পুশিশও স্কুলে যায়। গ্রামবাসীদের শান্ত করার চেষ্টা করে। কীভাবে মিডডে মিলের বিখ্রিয়া হল সেবিষয়ে কোনও কিছু বলতে পারছেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ। এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে চাপানউতত রয়েছে। অভিভাবকরা অবিলম্বে ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে ওই স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়ারের মিডডে মিল খাওয়া হয়। এদিন সমস্ত শ্রেণির পড়ুয়াই খাওয়া-দাওয়ার পর অসুস্থ হতে শুরু করে।

বিধানসভায় পাশ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব, বাংলা ভাগ চায় না বিজেপি, স্পষ্ট করলেন শুভেন্দুও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভায় পাশ হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব। ধর্নিনভোটের মাধ্যমে এদিন বিধানসভায় পাশ হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব। বঙ্গভঙ্গ ইস্যুতে বিধানসভার অন্দরে এদিন দেখা গেল বিজেপির অন্দরে দুই মতা বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা উত্তরবঙ্গ ভাগের কথা সরাসরি না বললেও, বিষয়টি নিয়ে গণ ভোট চেয়েছেন অধিবেশনের অন্দরেই। অন্যদিকে, রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার বললেন, “এক পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত করে দেখাব আমরা।” তাঁর বক্তব্য, তৃণমূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্বাচনী আজেভতা হিসেবে এটিকে ব্যবহার করছে। বললেন, “এটা নির্বাচনী আজেভতা। কারণ, তারা জানে কয়েক মাসের মধ্যে পঞ্চায়েত ভোটা। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। কেউ রাজ্য ভাগের ইস্যু তোলেনি। আপনারা বিধানসভায় নিয়ে এসে আলোচনা করছেন। কারণ কী? ২০২১ সালে সরকার আসার পর যে জলজ ইস্যু তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়া।” এদিন বিধানসভায় শুভেন্দু তাঁর বক্তব্যে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তাদের বিরুদ্ধে ওটা

বঙ্গভঙ্গের অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রপোদিত এবং ভোটার আগে হাওয়া গরম করাই এর লক্ষ্য। শুভেন্দুর সেই বক্তব্য বিধানসভায় রেকর্ড হয়। পরিসংখ্যান দিয়ে শুভেন্দু বোঝানোর চেষ্টা করেন, বঙ্গনা রাজ্যের সর্বত্রই চলছে-উত্তর থেকে দক্ষিণ। প্রসঙ্গত, অতীতে বিজেপির বেশ কয়েক জন সাংঘদ ও বিধায়ক উত্তরবঙ্গ ভাগের কথা বললেও, বিজেপি যে বঙ্গভঙ্গ চায় না, তা এদিন বিধানসভায় বুঝিয়ে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত, এদিন



বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য বিধানসভায় ১৮৫ মৌশনে প্রস্তাব আনেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা হেমাভাবাদের তৃণমূল বিধায়ক সত্যজি বর্দন। সেখানে মূল বক্তব্য ছিল, “কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বঙ্গভঙ্গ করার সমস্ত রকমের অপচেষ্টা চালাচ্ছে, যা রাজ্যের কৃষ্টি, শোনা গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গ। এমনকী দিলীপ ঘোষও অতীতে পৃথক উত্তরবঙ্গের দাবির যৌক্তিকতার বিষয়ে সরব হয়েছিলেন। তবে এদিন বিজেপির তরফে শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন।

ফের ফ্রিজে টুকরো টুকরো দেহ, শিকার স্বামী ও শাস্তুড়ি, হত্যার সাতমাস পর ধৃত মহিলা খনি

গুয়াহাটি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ আরও একটি হত্যাকাণ্ড। ফের টুকরো টুকরো করা হল দেহ। সংহতগুণি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ফেলে দেওয়া হল। শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডের ছায়া এবার অসমের গুয়াহাটিতে। তবে, এই ক্ষেত্রে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এক মহিলার বিরুদ্ধে। স্বামী এবং শাস্তুড়িকে সে এই রকম নৃশংসভাবেই হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বস্ত্ত, এই জোড়া হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল মাস সাতকে আগে গুয়াহাটির নুনমতি এলাকায়। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঘটনটি সামনে আসে। প্রধান আসামী বন্দনা কলিতাকে

গ্রেফতার করা হয়েছে এবং সে অপরাধ স্বীকার করেছে। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২২ সালের ১৭ আগস্ট সে তার স্বামী অমরজ্যোতি দে এবং শাস্তুড়ি শঙ্করী দে-কে তার দুই সঙ্গীর সহায়তায় হত্যা করেছে। এর পিছনে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। ১৯ আগস্ট কর্তৃপক্ষ একটি একফাইআর দায়ের করে বন্দনা কলিতা দাবি করেছিলেন, তাঁর স্বামী এবং শাস্তুড়ি দুজনেই হাটা নির্দোজ হয়ে গিয়েছেন। নুনমতি পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করার পর, তিনি তাঁর শাস্তুড়ির



এফআইআরটিই ছিল বন্দনা কলিতার তুল পদক্ষেপ। দ্বিতীয় একফাইআর-এর পর শঙ্করী দে-র অ্যাকাউন্টের তথ্য খতিয়ে দেখে পুলিশ। আর তাতেই ধরা পড়ে, শঙ্করীর ভাই নয়, বরং শাস্তুড়ির অ্যাকাউন্ট থেকে ৫ লক্ষ টাকা সরিয়েছেন বন্দনা। এরপরই তাঁকে জেরা করা শুরু করেছিল পুলিশ। জোরের মুখে বন্দনা কলিতা জানায়, অরুণ ডেকা এবং ধনজি ডেকা নামে আরও দুই ব্যক্তির সাহায্যে তিনিই অমরজ্যোতি ও শঙ্করী দে-কে হত্যা করেছেন। পরে ওই দুজনের সাহায্যেই দেহ ফেলে দেন। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে বন্দনার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল এবং

তার জেরেই এই জোড়া হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। এই বিষয়ে আরও তদন্ত করা হচ্ছে। বন্দনা ও বাকি দুই অভিযুক্তকে জেরা করে পুলিশ আরও জানতে পারে, অমরজ্যোতি এবং শঙ্করীকে হত্যার পর দেহগুলি প্রথমে টুকরো টুকরো করে বন্দনাদের ভাড়া বাড়ির ফ্রিজে রেখে দিয়েছিল। পরে, মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে ফেলে দেওয়া হয়। অমরজ্যোতির দেহ ডাক্তারিৎ এবং শঙ্করীর দেহ চেরাপঞ্জিতে ফেলা হয়েছিল। পরে পুলিশ চেরাপঞ্জির এক গিরিখাত থেকে শঙ্করীর দেহাংশ উদ্ধার করে। আরজ্যোতির দেহাংশ এখনও পাওয়া যায়নি।

ফের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া

পিয়ংইয়ং, ২০ ফেব্রুয়ারি : দুদিনের তফাতে ফের ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া। সোমবার নিজেদের উপকূল থেকে দুটি স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ছু্যাচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী এমন দাবি করেছে।এর দুদিন আগেই পিয়ংইয়ং একটি আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে। পর পর দুবার ক্ষেপণাস্ত্র ছো়ার ঘটনায় দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং তাপর্ষপূর্ণ উস্কানি বলে আখ্যা দিয়েছে।দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ এক বিবৃতিতে জানায়, সোমবার স্থানীয় সময় সকালে উত্তর কোরিয়ার রাজধানীর উত্তরের একটি উপকূলীয় শহর থেকে ক্ষেপণাস্ত্র দুটি ছোড়া হয়।উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম বলছে, একাধিক রকেট লঞ্চার থেকে দুটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে। এর একটির লক্ষ্য ছিল ৬৯৫ কিলোমিটার দূরত্বে, আরেকটি ৬৩৭ কিলোমিটার দূরত্বে।কেসিএনএ বলেছে, ৬০০ মিলিমিটারের একাধিক রকেট লঞ্চার ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার সময় এক করা হয়... এটি কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্রের একটি মাধ্যম।জাপানও দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উক্ষেপণের বিষয়টি শনাক্ত করেছে। জাপান বলছে, স্থানীয় সময় সকাল ৭টার দিকে দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছো়া হয়। ক্ষেপণাস্ত্র দুটি যথাক্রমে ১০০ কিলোমিটার ও ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠে এবং ৩৫০ কিলোমিটার থেকে ৪০০ কিলোমিটার পরিমহম করে জাপানের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের বাইরে পড়ে।

কিয়েভে আচমকাই সফর জেে বাইডেনের, বৈঠক করলেন জেলেনস্কির সঙ্গে



কিয়েভ, ২০ ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেনের কিয়েভে আচমকাই সফর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সোমবার বাইডেন বৈঠক করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে। কিয়েভ সফরে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনে জারিয়েছেন, ৬৯ বাহিনী অবশ্যই হারবে। পুতিন ও তার দলবলের বিচার হবে। ইউক্রেন প্রয়োজনীয় সব অস্ত্র পাাবে। কোনও আপস নয়।ইউ ক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কিয়েভ সফর ‘‘সমস্ত ইউক্রেনীয়দের সমর্থনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ’’। কিয়েভে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যোষণা করেছেন, নতুন সামরিক বাহিনী পাাবে ইউক্রেনে এবং মঙ্গলবার ৫০০ মিলিয়ন ডলারের নতুন সামরিক এবং সহায়তা প্যাকেজ পাাবে যোষণা করা হবে।

ইডির অভিযানে ভয় পাবে না কংগ্রেস:খাডগে

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস নেতাদের বাড়ি ও অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড্গে। সোমবার খড্গে টুইটে লিখেছেন, কংগ্রেস ইডি-র পদক্ষেপে ভয় পায় না। তিনি বলেন, আমরা জনগণের আওয়াজ তুলতেই থাকব। তার দল মোদি সরকারের এই হুমকিতে ভয় পাবে না, বরং দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করবে। খাড্গে বলেন, মোদী সরকার ভারত জোড়ো যাত্রার বিপুল সাফল্যে ভীতা এই সরকার তদন্ত সংস্থার অপব্যবহার করছে। তিনি বলেন, গত ৯ বছরে ইডি অভিযানে ৯৫ শতাংশ বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে এবং বেশভাষাই কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে।তিনি বলেন, ছত্তিশগড়ের আমান্দে কংগ্রেস নেতাদের উপর মোদী সরকার ইডির অপব্যবহার করে যে অভিযান চালিয়েছে তা রায়পুরে কংগ্রেসের সম্মেলনের আগে বিজেপির কাপুরুষতা দেখায়। প্রসঙ্গত, কশা খনির মামলায় ছত্তিশগড়ের বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ইডি। এই সময়ে, ইডি বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতার বাসভবন এবং অফিস চব্বরেও হানা দিয়েছে। যার জন্য কংগ্রেস আপত্তি জানিয়েছে।

২২ ফেব্রুয়ারি দিল্লি পুরসভার মেয়র নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি গত বুধবার দিল্লি পুরসভার মেয়র নির্বাচন হবে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীবালের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন দিল্লির উপ-রাজপাল ডি.কে সাক্সেনা। গত শনিবারই এই অনুমোদন দিয়েছেন তিনি। দিল্লি পুরসভার মেয়র নির্বাচনের পাশাপাশি ডেপুটি মেয়র এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যের নির্বাচনের দিনও যোষণা করেছেন তিনি।এদিন দিল্লির মেয়র নির্বাচন

‘ধনুস্তরী সেবা যাত্রা’র মাধ্যমে রাষ্ট্রতত্ত্ব ডাক্তাররা উত্তরপূর্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে যে পরিষেবা দিচ্ছেন তা প্রশংসার উর্ধ্বে, বলেছেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ দৈমারি

গুয়াহাটি, ২০ফেব্রুয়ারি : সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল এবং ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রচলিত আটদিনের ‘ ধনুস্তরী সেবা যাত্রা’র মাধ্যমে রাষ্ট্রভক্ত ডাক্তাররা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে যে পরিষেবা দিচ্ছেন তা প্রশংসার উর্ধ্বে। সমাজ সেবা, মানে আমরা যারা সামাজিক জীব তাঁরা পরস্পর পরস্পরের দেখভাল করা, কেউ বিপদে পড়লে তাঁর কাছে গিয়ে সমর্থ অনুযায়ী সাহায্য করাই-তো ভারতীয় পরম্পরা। বলেছেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশুজি দৈমারি।গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে আদিবংশিতে অবস্থিত সেবা ভারতী কেনজাতি ছাত্রাবাসে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি আট দৈন্যীয় ‘ ২০তম ধনুস্তরী সেবা যাত্রা-২৩’-এর সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কথাগুলি বলছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশুজি দৈমারি। অনুষ্ঠানমঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি রাজের শিল্প ও বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সচিবের মন্ত্রী বিমল বরা, সম্মানিত অতিথি এইমস-গুয়াহাটির এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. অশোক পুরানিক, এনএমও-র প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা বর্তমান উপদেষ্টা তথা গুজরাট মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মনুভাই প্যাটেল, অসমের সার্জিক্যাল অ্যাকোলজি (ক্যানসার সার্জন) ডা. যদুনাথ বুঢ়াগোহাঁই, সেবারতী পূর্বাঞ্চল-এর সভাপতি রমেন শর্মা, ‘ ধনুস্তরী সেবা যাত্রা’র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজকুমার মোরকে পাশে বসিয়ে প্রধান অতিথি বিশুজি দৈমারি বলেন, উত্তরপূর্বের পাহাড়ি জনপদে গিয়ে গরিব, আর্থিক পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানুষজনকে নিঃস্বার্থে, নিজের বিলাপী দৈনন্দিন জীবনযাপন ছেড়ে টানা আট দিন চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সহজ কথা নয়।মহং এই কাজে যে সকল ডাক্তার নিজেরাশেবা বালাদেশ এবং অরুণাচল প্রদেশের চিন সীমান্তে গিয়ে নিঃস্বার্থে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি তাঁদের স্বচ্ছতার বিষয়ে সচেতন করেছেন তাঁরা ধন্যবাদের পাড়া। তারা প্রকৃত দেশভক্ত। দেশ প্রেমের রাজেন্দ্র নানা প্রান্তের বিশেষজ্ঞ, সাধারণ এবং শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা মায়েদের গর্ভ কালীন এবং প্রসবকালীন গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে ও পাহাড়ি এলাকার

নিয়ে উপ-রাজ্যপালের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার বেলা ১১টায় এমসিডি সদনে দিল্লি পুরসভার মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একইসঙ্গে সেখানেই ডেপুটি মেয়র এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ সদস্যের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।প্রসঙ্গত, দিল্লি পুরভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয়েছে অরবিন্দ কেজরীবানের দল আম আদমি পাটি। কিন্তু, আপ জয়ী হলেও



প্রসূতিদের সচেতন করেছেন, সে জন্যও তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন ডাক্তারদেরকে।করা।বাড়ে তাঁর উদ্যোগে একটি ৬০ শয্যার হাসপাতাল চালু হয়েছিল। বিবেকানন্দ কেন্দ্র পরিচালিত ওই হাসপাতালে দ্বারা বিদেশ থেকে ডাক্তাররা এসে বিনামূল্যে শল্য ও সাধারণ চিকিসা পরিষেবা দিচ্ছেন, তার বর্ণনা করেছেন দৈমারি। তখন থেকে এ ধরনের ভালো কাজে জেদে জড়াতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান এবং ধন্য বলে মনে করেন, বলেন বক্তা। বলেন, ভালো কাজে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে পরে অফশোস হয়। তাই আজ এখানে এসে অসম সহ দেশের ডাক্তাররা, বিশেষ করে যুব-ডাক্তারদের সামাজিক কাজে জড়িত দেখে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছে বলে তাঁর উপলব্ধির কথা বলেছেন তিনি। আজকের বক্তৃতায় কয়েকবার সংয়ের ক্ষেত্র প্রচারক উল্লাহস কুলকার্নি সহ সংয়ের প্রচারক ও কার্যকর্তাদের দেশের কাজে নিবেদিত কর্মকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন দৈমারি। ‘ধনুস্তরী ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। একসময় অসমে নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অসুস্থ হলে ‘ ধনুস্তরী’ তাঁর চিকিৎসা করে সুস্থ করেছিলেন। ‘ ধনুস্তরী চিকিৎসায় দেবতারা যেভাবে সুস্থ জীবন কাটাচ্ছেন, সেভাবে আজ এই সেবায়াত্রায় অংশগ্রহণকারী ‘ ধনুস্তরীদের মতো সমাজের সকল চিকিৎসকরা যদি দিনের কিছু সময় দেশের জন্য নিজেদের সমর্পন করেন, তা-হলে সমাজ থেকে রোগব্যাধি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, বলেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশুজি দৈমারি। তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর দেবদাসীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যও আজ তুলে ধরেছেন।বিশিষ্ট অতিথি রাজের শিল্প ও বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিষয়ের মন্ত্রী বিমল বরা বলেন, গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত ‘ সেবায়াত্রা’র কার্যকলাপ

দিল্লির মেয়র নির্বাচন নিয়ে জটিলতা বাধে। তিনবার মেয়র নির্বাচনের দিন স্থির হলেও আপ ও বিজেপির কর্মীদের মধ্যে গণ্ডগোলের জেরে সেই নির্বাচন হয়নি। আম আদমি পাটির অভিযোগ, এক বিজেপি নেতাকে মেয়র পদে নির্বাচিত করে পুরসভা দখল করার চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। বড় সংখ্যক ভোটে আপ জয়ী হলেও উপ-রাজ্যপালের মনোনীত সদস্যরা মেয়র নির্বাচনে অংশগ্রহণের চেষ্টা করছেন। এমনকি বিজেপি

নেতারাও মেয়র পদেই অংশ নিতে যান বলে আপ সূত্রোের অভিযোগ। মেয়র নির্বাচনের পাশাপাশি ডেপুটি মেয়র ও স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াও থমকে যায়। শেষ পর্যন্ত জটিলতা কাটিতে জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে। তারপর শুক্রবার আপ-এর পক্ষেই রায় দেয় শীর্ষ আদালত। উ প-রাজ্যপালের মনোনীত সদস্যরা মেয়র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

জ্ঞাপনের মধ্যে তিনি জানান, ‘ ধনুস্তরী সেবা যাত্রা’কে ‘ অ্যাক্টি-ইস্ট পলিসি’-র অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করছে সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল। এদিন ‘ ধনুস্তরী শীর্ষক একটি স্মরণিকাও উন্মোচন করেছেন অতিথিরা।ডা. মমতা দেবী জানান, এ বছর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ওই তিন রাজ্যে ‘ ধনুস্তরী সেবা যাত্রা-২৩’-র কোনও স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করা হয়নি। খুব শীঘ্রই ওই তিন রাজ্যে অনুরূপ স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করা হবে। অসম সহ বাকি রাজ্যগুলিতে অনুষ্ঠিত ১৭৬টি ক্যাম্পে ৩৬ ভাগে বিভক্ত ২১১ জন ডাক্তার ও মেডিক্যালের ছাত্র-দল চিকিৎসা পরিষেবা দিয়েছেন। পরিসংখ্যান দিয়ে ডা. মমতা জানান, ওই শিবিরগুলিতে মোট ৫,৫০০টি শিশু, ১,১৮৬ জন উচ্চ রক্তচাপ রোগী, ডায়াবেটিক ৬৫০, ক্যানসার রোগী ১১৯, রক্তজন্ডায় আক্রান্ত রোগী ২,২৬৫ জন এবং ১,১৮৮ জন চোখের ছানিজন্মিত রোগী শনাক্ত সহ মোট ২১ হাজার (পুরুষ ৭.৬০০ এবং মহিলা ১০,০০০) রোগীকে প্রয়োজনীয় চিকিসা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন সংশ্লিষ্ট ডাক্তাররা।উল্লেখ্য, গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের বিদ্যুৎ, কো-অপারেশন, খনি ও খনিজাত সম্পদ এবং আদিবাসী ও উপজাতীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসার উপস্থিতিতে অর্থ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী অজুতা নেওগ ‘ ধনুস্তরী সেবা যাত্রা-২৩’-র উদ্বোধন করেছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের ডাক্তার ও মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন রোগের গুরুত্বা এবং প্রয়োজনীয় চিকিসা সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চারটি রাজ্য যথাক্রমে অসম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। আজকের সমারোপ অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যসেবক সংঘের অসম ক্ষেত্রে পর্যায়ক উল্লাহস কুলকার্নি প্রমুখ বিশিষ্টজনের সঙ্গে অসম সহ দেশ-বিদেশের ডাক্তার ও মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রী। কয়েকটি সেশনে আজকের সমাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায় সংগঠন মন্ত্রের মাধ্যমে সমাপন অনুষ্ঠান শুরু হয়।

প্রত্যেকে যাতে নিজস্ব আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী সুযোগ পায় সেটাই সরকারের প্রচেষ্টা:প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও দেহরাদুন, ২০ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকার হোক অথবা উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার, প্রতিটি যুবক যাতে নিজস্ব আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী সুযোগ পায় সেটাই আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা। বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উত্তরাখণ্ডের রাজ্যগার মেলায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। এই রাজ্যগার মেলায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিগত কয়েক মাস ধরে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষাধিক যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র দিয়েছে। যেখানেই বিজেপির সরকার আছে, সেই সমস্ত রাজ্যে বৃহৎ পরিসরে এই ধরনের প্রচার চালানো হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান এবং স্ব-



কর্মসংস্থানের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে...উত্তরাখণ্ডে পরিকাঠামোর জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করা হচ্ছে, এটি দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত সহজ করবে এবং প্রচুর পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, অমৃতকালের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলিকে কাজে লাগাতে হবে যুব সমাজকে।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে উদ্ধব

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল উদ্ধব শিবির। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়ের এজলাসে উদ্ধব শিবিরের হয়ে মামলা দায়ের করে। অভিযোগ মনু সিম্বাডি। তিনি আর্জি জানান সোমবার থেকে শুনানি শুরু হবে। বিচারপতি চন্দ্রচূড় জানান, আজকের মামলার শুনানির তালিকা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাই, এই মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনানি জন্য তালিকাভুক্ত করা যাচ্ছে না। আগামীকাল মামলার প্রাথমিক শুনানি শুরু হবে।গত শুক্রবার নির্বাচন কমিশন শিঙ্গে শিবিরকে আসল শিবসেনা বলে স্বীকৃতি দেয়। সেই সঙ্গে জানায় তীর-ধনুক প্রতীক তাদের। সিদ্ধান্তে উদ্ধব শিবির রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করে। বিজেপি বান্ধব কমিশনের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা যায় সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে উদ্ধব ঠাকরে শিবির মাতন্ত্রীতে বৈঠক করে। সেখানে ঠিক হয়, কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। সোমবার সার্গেচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় যশবন্ত চন্দ্রচূড়ের এজলাসে উদ্ধব শিবির পিটিশন ফাইল করে। চন্দ্রচূড়ের এজলাস শুনানিতে রাজি হয়েছে। আগামীকাল এই এজলাসে শুরু হবে শুনানি। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য দেয় সেদিকে তাকিয়ে যেমন শিঙ্গে শিবির, তাকিয়ে উদ্ধব শিবিরও।



শ্রীমৎ স্বামী তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী মহারাজের ১২৫তম জন্মদিবস গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার সাত্জরে অনুষ্ঠান পালিত হল। অনুষ্ঠানটিতে মারুৎপ্রশ্ন এবং সন্ধ্যা মধ্যাহ্নে ভোগ সহ মনোজ্ঞ সান্না অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। পরম পূন্য সন্ধ্যা গুপ্ত তর জীবনদশায় ৬৪টি বই রচনা করেছিলেন। ইংগুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল তন্ত্রপাণদা মন্ত্রলক্ষা, বহুধরীলেশতুমি এবং মুন্ডের সহ সুখ ইত্যাদি। নিজস্ব চিত্র।

দিল্লিতে গুয়াইসির বাসভবনে পাথর-হামলা, পুলিশ জানাল আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজধানী দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমীন প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির বাসভবনে পাথর ছুলা অজ্ঞাতপরিচয় দুকুতীরা। রবিবার বিকেল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে নতুন দিল্লির



পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ওয়াইসি। সোমবার সকালে দিল্লি পুলিশ সঙ্গে জানা গিয়েছে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ঘটনার সময় ওয়াইসি নিজের বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন না, এক টি ইউ পাথর পেছনের প্রবেশপথে পার্কিং এলাকায় পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

সোনমার্গ ও রামবানে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি বাড়ি, সুরক্ষিত রয়েছে বাসিন্দারা

শ্রীনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গে ভূমিধসের জেরে ভেঙে পড়ল কয়েকটি বাড়ি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকটি বাড়ি। সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। গত রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গান্ডেরবাল জেলার সোনমার্গের গগনগীর এলাকার রেজিনে। ভূমিধসের জেরে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন কয়েকটি পরিবারের সদস্যরা। সোমবার সকালে গগনগীর

এলাকার রেজিনে দেখা যায় চারিদিকে শুধুই ধ্বংসলীলা। ভেঙে পড়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। এসডিএম জাভিদ আহমেদ রাঠের জানিয়েছেন, ভূমিধসে কয়েকটি বাড়ি ও লোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রাথমিক স্থানি মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযান রাতভর অব্যাহত ছিল এবং এখন আমরা ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য তা আবার শুরু করছি। মানুষজনকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

ভারতে ওঠানো করছে কোভিড-সংক্রমণ ফের বাড়ল সক্রিয় রোগীর সংখ্যা, স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতাই

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ আাপত্যত ওঠানামা করছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১২০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ১ হাজার ৯১৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে ভারতে। নতুন করে ১২০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৬,৮৫,০৩৭ ও পরিবার সংখ্যা ৫,৩০,৭৬১-তে পৌঁছেছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫২,৩৬০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০১ হাজার ১২৬ জন প্রাপক, মোট স্কি প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,৪০,০০৩। ইন্ডিয়ান কন্ডিসল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৪২,৬১৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাঁম্পল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,২১ ফেব্রুয়ারি রবিবার, ৮ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২১ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৮ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ম, ২৫৫৬ বুদান্নাঃ, বাংলাদেশঃ৮ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ৮ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ৮ শজিৎ, আসামঃ৫৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১ঃ২১ঃ৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৬৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পূনর্বস্করঃবিল্বজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৬৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগন্ত অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫ঃ৪ঃ০১ থেকে - ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১ঃ২ঃ ৫ঃ৫ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩ঃ২ঃ৫ঃ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ঃ১ঃ২২ঃ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০ঃ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০ঃ২ঃ৪ঃ২ঃ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ ৪ঃ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫ঃ০ঃ৩ঃ পর্যন্ত থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২ঃ১২ পর্যন্ত।মহোৎসযোগ রাত্রি ১ঃ২ঃ৯ঃ৪ থেকে - ১১ঃ৫ঃ৫ঃ৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫ঃ২ঃ১২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৫ঃ২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০ঃ ২ঃ৪ঃ৫ঃ২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০ঃ ২ঃ৪ঃ৫ঃ২ থেকে - ০৮ঃ৪ঃ৩ঃ৫ঃ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০ঃ৪ঃ৫ঃ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০ঃ৪ঃ৫ঃ থেকে - ১১ঃ৩ঃ৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০ঃ৫ঃ৪ঃ৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১ঃ১ঃ৫ঃ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)রবিঃ১১ঃ১৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবৃধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ২৫
আবহাওয়া
অংশত,সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হা। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.০৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২১) সেন্টিগ্রেট ১০.৩৬ডিগ্রী সেলসি়েডস ও (২১) দিনের বেলায়। আংশিক আব্রতা হবে ৯৬শতকরা এবং ৫৪শতকরা। বৃষ্টি স্থানি সোমবার। জ্যোমার- সপকল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে।জল-সপকল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সুউদয় আজঃ ৬টা ০৬মিনিট।সূর্য স্তম্ভ যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৬ টেমিনিটে।মধ্যে হবে আশ্রয়গো পরিবর্তন
রাশিফল
মেঘ রাশিঃ আধ্যাত্মিক চেতনার উত্থান কোন সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণের জন্য আপনাকে কোন ধর্মীয় স্থানে পরিদর্শন করাতে পারে। বৃষ রাশিঃ আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।। মিথুন রাশিঃ অপমান্যপান করবেন না-এতে মুন্ডের ব্যাঘাত হয় এবং গা।বিশ্রাম হয় না। বিবাহের যোগ। কর্কট রাশিঃ পরিগ্রহের বিরুদ্ধ নেই। বিবাহের যোগ। শুভ দিন সিংহ রাশিঃ আগাধ্যা ও আশা করার সময়ে সাবধান হোন। শুভ কন্যা রাশিঃ আজ আপনার প্রত্যায় বাডবে এবং উন্নতি নিশ্চিত।আপনি চমকান নতুন দৃষ্টিভা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করবে।শুভদিন। তুলা রাশিঃ আজ আপনার জন্য খুব একটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দিন নয় এবং আপনি ছোট ছোট বিষয়েই বিরক্ত হয়ে উঠবেন। বৃশ্চিক রাশিঃ খিদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। ধনু রাশিঃ ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। শুভদিন। মকর রাশিঃ উচ্চ প্রোফাইলের মানুষের সঙ্গে দেখা করতে নার্সাস হবেন না এবং আত্মবিশ্বাস হারাবেন না।সন্তান হতে পারে। কুম্ভ রাশিঃ আপনারী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যায় প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ। মীন রাশিঃ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উপাভাস করবে। ব্যাপসারের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। আজকের বাছারের লেখাপড়ার

সরকারি কর্মচারীদের পেন-ডাউন কর্মবিরতি কর্মসূচি চলছে হাওড়াতেও

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি : সরকারি কর্মচারীদের পেন-ডাউন কর্মবিরতি কর্মসূচি চলছে হাওড়াতেও। কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেশ কয়েকটি সংগঠনের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সোমবার থেকে দু’দিনের পেন-ডাউন বা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। এদিন সপ্তাহের প্রথম দিনে গোটা রাজ্যের সঙ্গে হাওড়াতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। অফিসে কর্মচারীরা হাজির থাকলেও পেন-ডাউন ছিল প্রায় সর্বত্র। বিভিন্ন অফিস থেকে শুরু করে বিএলআরও অফিস বা কোর্ট অন্যান্য দিনের তুলনায় আজ ছবিটা ছিল ভিন্ন। হাওড়া আদালতের সংগ্রামী কর্মচারী সংগঠনও সামিল হন এদিনের কর্মসূচিতে। ৩২টি সংগঠন ডাকে বাংলা জুড়ে যে কর্মবিরতি বা পেন ডাউন কর্মসূচি চলছে তাতে হাওড়া আদালতের সংগ্রামী কর্মচারী সংগঠন এদিন সামিল হন। সোমবার দুপুর ১ টা নাগাদ হাওড়ার কোর্ট চত্বরে কর্মবিরতিরকে সামনে রেখে প্রতিবাদ মিছিল হয় মহাধ্বা ভাতার দাবিতে। এই বিষয়ে সংগঠনের হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট সম্পাদক সুরত চাকী জানান, তাঁদের ৩১ দফা দাবির মধ্যে ডিএ রয়েছে। রাজ্য সরকার ৬ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির অঙ্কিয়ে তবুও কেনে আন্দোলন ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তাঁদের ৩৯ শতাংশ ডিএ বাকি। সেই নিয়েই কেন্দ্রীয় কমিটি আন্দোলন করছে। তবে মানবিক খাতিরের তাঁরা আন্দোলনে চলাকালীন এদিন আদালতের এমারজেন্সি কাজ করেনেহন।

কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : কলকাতায় আরও কমল ঠান্ডা, আবার চড়ল তাপমাত্রার পারদ। বঙ্গ লাক্ষিয়ে লাক্ষিয়ে বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। আগামী দু’ দিনের মধ্যে দিনের তাপমাত্রা কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় একলাফে পৌঁছে যাবে ৩২ ডিগ্রিতে। তবে রাতের তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে আপাতত। সোমবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় এখনর জানান। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। কলকাতায় শীত আর নেই, ভোরের দিকে শুধু অনুভূত হয়েছে মৃদু ঠান্ডা। যদিও, গ্রাম বাংলায় এখনও ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। ঘূর্ণাবধির জেরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গজুড়ে তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখী, নতুন করে পারদ-পতনের আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত কয়েক দিন শীত শীত ভার বজায় থাকলেও তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলায় সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকারও পূর্বাভাস রয়েছে। এই মূহূর্তে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোথাও কোনও সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে দার্জিলিং এবং কালিঙ্গপং জেলায় খুব হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। অন্যান্য জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতার ক্ষেত্রেও মূলতঃ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। দিনের তাপমাত্রা মোটামুটি ৩২ও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে।

টাকী খুবাতে হেলমেট প্রদান হাসনাবাদ ট্রাফিক গার্ডের


 দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২০ ফেব্রুয়ারি : সেক ড্রাইভ সেভ লাইভ বিষয়ে পথচলতি বাইক আরোহীদের সচিবত করতে টাকী খুবার মেডেড হেলমেট প্রদান হাসনাবাদ থানা ও হাসনাবাদ ট্রাফিক

গার্ডের। টাকী খুবা বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এই হেলমেট প্রদান সহ সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদের এস.ডি.পি.ও দেবরাজ ঘোষ, হাসনাবাদ থানার আই.সি কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, বসিরহাটের ডিএসপি ট্রাফিক গৌতম চক্রবর্তী, হাসনাবাদের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর সত্যজিৎ মন্ডল, হাসনাবাদের ট্রাফিক ওসি রঞ্জন সরকার, সহ অন্যান্যরা।

দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে গঙ্গায় বাঁপ যুবকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : দ্বিতীয় হুগলি সেতু থেকে ফের গঙ্গায় বাঁপ! সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ এক যুবক বাইক চালিয়ে ব্রিজের ধারে আসেন। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর আচমকই গঙ্গায় বাঁপ দেয় সে। এমনই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে প্রচলিতদর্শীরা ছুটে যান ব্রিজের ধারে। কিন্তু ওই যুবক ততক্ষণে গঙ্গায় পড়ে যায়। পুলিশের খবর দেওয়া হয়। তারা এসে যুবকের বাইকটি উদ্ধার করে। বাঁপ ওয়েগে যুবকের নাম-নাম অবিজিত দাস। তিনি নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বাঁপ দেওয়ার আগে স্ট্রীকে ভিডিও কল করে ওই যুবক বলেন, তিনি আহতহা বারতে চলেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল ৬টা নাগাদ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কলকাতা অংশের প্রথম পিলারের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। হাওড়ার দিকে যাওয়ার পথে এক যুবক বাইক দাঁড় করিয়ে বেশ কিছু সময় বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ বাইকের সিট তাঁর কাঁধে ব্যাগটি রেখে গঙ্গায় বাঁপ দেন তিনি। অনেকে সেই সময়ে ছুটে গিয়েও ওই যুবককে রক্ষা করতে পারেননি। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে ওই এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা পুলিশকে খবর দেন। হেঁটুংস থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। গঙ্গায় ওই যুবককে খোঁজা শুরু করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দুটি দৈর্ঘ্যের পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনা করেছে

মালিগাঁও, ২০ ফেব্রুয়ারি : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিউ গুয়াহাটি থেকে তিস্তা ব্রিজ কেবিন পর্যন্ত প্রথমবারের জন্য ‘ত্রিশূল ১’ এবং ‘ত্রিশূল ২’ নামে দুটি দৈর্ঘ্যের পণ্যবাহী ট্রেন পরিচালনা করেছে। স্বাভাবিক গঠনের পণ্যবাহী ট্রেনের তুলনায় এই দৈর্ঘ্যের পণ্যবাহী ট্রেনের গঠন দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ বেশি। দৈর্ঘ্যের পণ্যবাহী ট্রেনের চলাচলের ফলে ব্যস্ত কেশনগুলিতে যানজট হ্রাস করতে সাহায্য করবে এবং তার ফলে ধ্রুপদী বৃদ্ধি পাবে। একটি স্ট্যান্ডার্ড বগির পণ্যবাহী ট্রেনের গঠন হয় ৪২টি বগির নিয়ে। এর চেয়ে অধিক পণ্যবাহী ট্রেনের যে কোনও গঠনকেই বলা হয় দৈর্ঘ্যের ট্রেন। সামগ্রিকভাবে এই ট্রেন খাটি অথবা ভর্তি থাকতে পারে। ৬টি পণ্যবাহী ট্রেন নিয়ে গঠিত প্রথম দৈর্ঘ্যের পণ্যবাহী ট্রেন ‘ত্রিশূল ১’ মোট ১২৮টি ওয়াগন, ৩ টি ডিজেল লোকোমোটিভ ও ৩টি ক্রু সেট নিয়ে যাত্রা করেছিল। ট্রেনটি প্রায় ২ কিলোমিটার লম্বা ছিল। এই ট্রেনটি নিউ গুয়াহাটি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে রওনা দিয়েছিল। প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৩৬ কিলোমিটার গতিতে এই ট্রেনটি ১২.৩০ ঘণ্টায় ৪৪০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। ‘ত্রিশূল ২’ ৩ টি মালবাহী ট্রেন সমন্বিত মোট ১২৮টি ওয়াগন, ২টি ডিজেল লোকোমোটিভ এবং ২টি ক্রু সেট নিয়ে যাত্রা করেছিল। এই ট্রেনটি নিউ গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়েছিল ০২.৩০ ঘট্টায় এবং তিস্তা ব্রিজ কেবিনে ১৪.৪০ ঘণ্টায় পৌঁছেছিল। প্রতি গণ্টায় গড়ে ৩৬.২ কিলোমিটার গতিতে এই ট্রেনটি ১২.১০ ঘণ্টায় ৪৪০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। স্বাভাবিক পণ্যবাহী ট্রেনের তুলনায় দৈর্ঘ্যের ট্রেনগুলি ৩৫০০ লিটার ইন্ধন এবং চলাচলের প্রায় ৩০-৩৫ ঘণ্টা সময় সাশ্রয় করেছিল। এই অগ্রগামী চলাচলের সফলতা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে রেল রুটে লাইনের যানজট ও গুডস পয়েন্ট ওয়াগনের বর্ধিত চাহিদা মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। ট্রেনের সংখ্যা হ্রাসের ফলে এখানে রোলিং স্টকের গতি বৃদ্ধির একটি অতিরিক্ত সুবিধা রয়েছে।

বাজারে নকল চন্দ্রমুখী আলুতে ভরে গিয়েছে, কোনটা হেমাঙ্গিনী কোনটা চন্দ্রমুখী সমস্যায় ফ্রেতার।



বনম্পতি দে, হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার শহরতলিতে চন্দ্রমুখীর দামে বিক্রি হচ্ছে কমদামী ‘হেমাঙ্গিনী’ বা ‘হেমালিনী’ আলু । নকল আলুতে বাজার ছেয়ে রয়েছে। যদিও চন্দ্রমুখীর সাথে দেখার মিল রয়েছে, কিন্তু এই ‘হেমাঙ্গিনী’ বা ‘হেমালিনী’ আলু স্বাদে সম্পূর্ণ আলাদা। আর সেই কারণে দামেও ফারাক রয়েছে। কিন্তু তাতে কি, অসাধু ব্যবসায়ীরা চুটিয়ে চন্দ্রমুখী আলুর নামে বিক্রি করছেন এই হেমাঙ্গিনী আলু। কী ফারাক রয়েছে এক হেমাঙ্গিনী আলুতে ? বিষয়টিকে খোলসা করে জানান হুগলির কৃষি সমবায় সমিতির এক সদস্য। তিনি বলেন, হেমাঙ্গিনী আলু আসলে মিশ্র প্রজাতির আলু। এটির চাষ করা হয় পাঞ্জাব ও জলন্ধরের বিভিন্ন অংশে। আলু তৈরি করতে যেমন কম সময় লাগে, তেমনই ফলনও হয় বেশী। যেখানে ৫০ থেকে ৬০ বস্তা চন্দ্রমুখী আলুর

উৎপাদন হয় সেখানে ৯০ থেকে ৯৫ বস্তা হেমাঙ্গিনী আলু পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, এই বিষয়ে হুগলি জেলার কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী বলেন, “শহরাঞ্চলের মানুষের কাছে বাইরে থেকে দেখে হেমাঙ্গিনী আলু এবং চন্দ্রমুখী আলু দুটোটা মধ্যে ফারাক করা খুবই মুশকিল। চন্দ্রমুখী আলুর সঙ্গে জোটি আলুর ক্রস ব্রিড করে তৈরি করা হয়েছে হেমাঙ্গিনী আলু। যেহেতু এই আলু হাইব্রিড তাই অল্প সময়ে ও কম খরচে চাষ করা যায়। হুগলি জেলার পুরশুন্ডা ও তারকেশ্বর অঞ্চলে এই আলুর চাষ হয়। চন্দ্রমুখী আলু যেখানে তিন থেকে চার মাস সময় লাগে উৎপাদন হতো। এই হাইব্রিড আলু সেখানে দেড় থেকে দু’মাসের মধ্যেই তৈরি হয়। তিনি আরো যোগ করেন, একটি আলুর সিজনে দু’বার চাষিরা এই আলুর চাষ করতে পারেন। হাইব্রিড হওয়ার জন্য

কমেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, বাড়তি শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে ১০ হাজার শিক্ষকের প্রয়োজন বলে ঘোষণা হয়েছে। আর এদিকে ৪ লক্ষের কম পড়ুয়া এবার মাধ্যমিকে বসছে। এই অতিরিক্ত শিক্ষকের কী প্রয়োজন ? কী লাভ ? অর্থের অপচয় হচ্ছে। সোমবার আদালতে এমনই মন্তব্য করলেন বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “শিক্ষামন্ত্রীকে আইনে বদল আনতে বলুন। খুব কম পড়ুয়া রয়েছে এমন স্কুলের পড়ুয়াদের কাছের কোনও স্কুলে পাঠিয়ে দিন। আর যেখানে বেশি পড়ুয়া রয়েছে, শিক্ষকদের সেখানে বদলি করুন।” এদিন তিনি প্রশ্ন তোলেন, সরকারি টাকায় নিজের সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে পাঠাচ্ছেন সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা। ভালো কথা, কিন্তু নিজের স্কুলের সন্তানসম পড়ুয়াদের দিকে ঘোয়ল রাখছেন তো ? কোনও পড়ুয়াকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সে আপনাদের কাছ থেকে কী শিখেছে, সদুত্তর পাব তো ? উত্তর আপনাদের জন্য সন্তানায়ক হবে তো ? ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক। চলতি বছর

বঞ্চিতদের আদালতে বিচার নিয়ে সামাজিক ন্যায় দিবসে মন্তব্য বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা , কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। নাগরিকেরা যানতে সেই অধিকার ভোগ করতে পারেন, তার দায়িত্ব বিচার বিভাগের। এই মন্তব্য করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। প্রচারমাধ্যমে সোমবার তিনি ব্যক্তিগত মতামত হিসাবে জানিয়েছেন, সকলের জন্য সমান সুযোগ। সমান অধিকার। এবং সমান আচরণ। সামাজিক ন্যায়বিচারের মূল সূত্রই এই সামিতি। আর ঠিক এই কারণেই সামাজিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব প্রত্যেক দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে অপরিহার্য। রাষ্ট্রপুঞ্জ তাই ২০ ফেব্রুয়ারিকে ‘বিশ্ব সামাজিক ন্যায়বিচার দিবস’ হিসাবে গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার জন্ম হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের হাত ধরে। শ্রেণি ও পেশাপাত বিভাজন মুছে দিয়ে তখন এমন এক সমাজ তৈরির কথা ভাবা হচ্ছিল, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সব কিছুতেই সমান সুযোগ ও

অধিকার থাকবে। জন রলস তাঁর ‘আ থিয়োরি অব জাস্টিস’ বইয়ে এর ব্যাখ্যাও করেছেন। মোদা কথা হল, সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে আর-সামাজিক সকল সুযোগসুবিধা পৌঁছে যেতে পারে একমাত্র এই সামাজিক ন্যায়বিচারের মাধ্যমেই। আমাদের সংবিধানের যখন খসড়া তৈরি হচ্ছে, তখন সেই খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান বি আর আম্বেডকর কিন্তু সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সংবিধানে এমন কিছু ছিল, যা দেখে ইতিহাসবিদ গ্রেনভিল অস্টিন বলেছিলেন, “সমাজকে পরিবর্তন এবং পুনর্গঠনের জন্য এতখানি আগে ভারতীয় সংবিধান ছাড়া বিবেচ্য আর কোনও দেশের নেই।” আম্বেডকর এই ভাবেই সামাজিক ন্যায়বিচারকে বুনেছিলেন ভাবনায়। সংবিধানের কার্যেই সমাজের বাস্তবত্ব টিকে আছে। নাগরিকের সুষ্ঠু এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করতে আইনপ্রণেতা, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ,

পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে উত্তর দূর্গাপুরে শৌচালয়

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর তার আগে পঞ্চায়েত এলাকায় বাকি থাকা কাজ গুলো শেষ করে দশক তৃণমূল। সোমবার জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে জয়নগর ১ নং ব্লকের উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের লাইব্রেরীর মাড়ে সুলভ শৌচালয়ের উদ্বোধন হয়ে গেল। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, উৎপল রায় নন্দর,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আনিসুল আলম মল্লো, হরিনারায়ণ পঞ্চায়েত প্রধান প্রবীর সর্দার, উপপ্রধান মোস্তাকিন আহমেদ, শিক্ষক জাহাঙ্গীর সেক

তৃণমূল সমর্থককে মারধরের অভিযোগ উঠলো কর্মীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২০ ফেব্রুয়ারি : এক তৃণমূল সমর্থককে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া অভিযোগ করলো তৃণমূলে লোকজনদের বিরুদ্ধে। আহত ব্যক্তির নাম রাজু মল্লিক। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ থানার হরিণখোলা এলাকায়। জানা গেছে, গতকাল রাতে রাজু মল্লিক নামে ওই তৃণমূল সমর্থক ওই ব্যক্তি একটি চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। ওই সময় আশরাফুল নামে এক তৃণমূল কর্মী তাকে দেখে নানারকম কটুক্তি ও গালাগালি করে। এরপর ওই তৃণমূল সমর্থক রাজু মল্লিক তার প্রতিবাদ করতে কানেক। এরপরই দুজনের মধ্যে ব্যসা শুরু হয়। তারপর রাজু মল্লিক নামে ঐ ব্যক্তি বাড়ি চলে আসে। অভিযোগ আশরাফুল তৃণমূলের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে তার বাড়িতে চড়াও হয়। এরপর তাকে বাড়ি থেকে বের করে বাস রোড দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এই ঘটনায় আরামবাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত কোন মুখ খুলিনি।

উৎপাদনের হারও বেশি। বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এই হেমাঙ্গিনী আলুকেই চন্দ্রমুখী আলু বলে বিক্রি করছে। গ্রামের মানুষজনদেরকে ঠকানো খুব একটা সহজ হয় না, কারণ তারা চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত এবং আলু দেখে তারা বুঝতে পারে। তবে শহরাঞ্চল বা মফস্বলের মানুষজনের খুব সহজেই বোকা বানিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসা রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে।” কিন্তু সাধারণ মানুষ কীভাবে বুঝবেন কোনটা চন্দ্রমুখী আর কোনটা হেমাঙ্গিনী আলু ? এই বিষয়ে কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মনোজ চক্রবর্তী জানান, দুইখানা আলুকে দেখে চেনা খুবই মুশকিল। কারণ ওপর থেকে দুটোর খোসাই খুব পাতলা। যদিও চেনার উপায় বাতলে দেন তিনি। তার কথায়, চন্দ্রমুখী আলুর ভিতরের অংশটা হালকা বাদামী (হলুদ) রঙের হয়, কিন্তু হেমাঙ্গিনী আলুর ভিতরটা হয় সাদা। এছাড়া হেমাঙ্গিনী ভালো সেক্ হয় না কিন্তু চন্দ্রমুখী আলু সিদ্ধ হওয়ার পর হাতে আঠার মতো লেগে থাকে। এরসাথে আরো একটি উপায় সম্পর্কে বাতলে দেন তিনি। চন্দ্রমুখী আলুর উপরে কল বা নতুন চারা চোষ থাকলে সেখানে আঙুল দিয়ে টিপলে ‘ফুট’ করে একটি শব্দ হবে, কিন্তু অন্যান্য কোনো আলুতে সেই শব্দ হয় না।

ট্রাকের ধাক্কায় আহত বাইক আরোহী ভর্তি হাসপাতালে, আটক চালক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : রবিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা জয়নগরে। আহত একা পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন রাত সাড়ে নটা নাগাদ দক্ষিন বারাসাত থেকে জয়নগর মুখি একটি ইটবোঝাই ট্রাকের সাথে সামনাসামনি দুর্ঘটনা ঘটে জয়নগর থেকে দক্ষিন বারাসাত মুখী একটি বাইকের। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায়, জয়নগর থেকে দক্ষিন বারাসাতমুখী বাইক আরোহী একটি অটোর পাশ দিয়ে উঠতে গিয়ে ইটবোঝাই ট্রাককে ধাক্কা মারে। আর ট্রাকের চালক বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুৎ পোস্টে ধাক্কা মারে। আর এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন বাইক আরোহী শরৎ মুখার্জি, বাড়ি মগরাহাট থানা এলাকায়। আহত ব্যক্তি একটি বেসরকারি ফোন কোম্পানীর সেলসম্যান হিসাবে কর্মরত। সে জয়নগর মালিকপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ায় ভাড়া বাড়িতে থাকে। এদিন দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় মানুষ জন আহত শরৎ মুখার্জিকে জয়নগরের সত্যজিৎ নার্সিং হোমে ভর্তি করান। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁরা। কপাল, নাক, মুখ ও পায়ে গুরুতর চোট হয়েছে আহতের। এদিকে এই ঘটনার পরে এলাকা বিদ্যুৎ হীন হয়ে পড়ে। রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে জয়নগর থানার এস আই দিগন্ত মন্ডল ও এস আই রাজা দাস সহ পুলিশের বিশাল টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘাতক ট্রাক ও বাইকটিকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। এবং বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীরা এসে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরায় চালু করার কাজ করেন ও কুলপি রোডটিকে অবরোধ মুক্ত করেন। তবে একটি সূত্র মারফত জানা গেল,ঘাতক ট্রাকটি বিপরহাট থেকে ইটবোঝাই করে রায়দাধিতে যাচ্ছিল। ট্রাকটির চালকের নাম আবদুল গফফর গাজী । সোমবার ভোর রাতে গাড়ির চালক আবদুল গফফর গাজীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে জয়নগর থানার পুলিশ। তার কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার তদন্তকারী অফিসার।

৮৫ বি.এন.সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফে সিভিক অ্যাকশান পোগ্রাম টাকীতে

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২০ ফেব্রুয়ারি : ৮৫ বি.এন.সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফে টাকীতে বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়, ক্লাব সহ স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হলো বিভিন্ন সামগ্রী। দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে সীমান্ত এলাকায় যারা সদা তৎপর, এবার সেই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর তরফেই বিভিন্ন বিদ্যালয়, ক্লাব কর্তৃ পক্ষ সহ, থাামবাসীদের প্তয়োজনের তিরিক্তে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া

হলো। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী টাকী শহরের, টাকী পৌর সাংস্কৃতিক মঞ্চ সোমবার ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর টাকী সোদপুর ৮৫ নম্বর বাটেলিয়ানের উদ্যোগে ও টাকি পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় এলাকার প্রকল্পে বিদ্যালয় ক্লাব ও সাধারণ মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হলো পঠন পাঠন সহায়ক বিভিন্ন সামগ্রী, বস্ত্র, ক্রীড়া সামগ্রী সহ বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্র। এদিন টাকী এরিয়ান ক্লাব, অনিক সংঘ, স্মরণীয় সংঘ সহ প্রায় সাতটি ক্লাবের সদস্যদের হাতে ফুটবল, ব্যাট, উইকেট, ভলিবল, কায়াম বোর্ড সহ বিভিন্ন ধরনের খেলার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি টাকী হকীবর লাহমাধব উচ্চ প্রাচীক বিদ্যালয়, উত্তরপল্লী উচ্চ বিদ্যালয় সহ টাকী বিদ্যালয়ে অধুনিক বোলিংস্টার মেশিন, বোর্ড, চোয়ার, টেবিল,পাখা, ব্যাগ সহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয় বি.এস.এফের তরফে। স্থানীয় ও পাশবর্তী বিভিন্ন এলাকার মানুষকে বিভিন্ন বস্ত্র, খালা বাসন, বলতি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৮৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের সিও অনুরাগ মাগি, টাকি পৌরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, উপ পৌর প্রধান ফারুক গাজী, কাউন্সিলর প্রদ্যুৎ দাশ, নীতা ঘোষ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাইকের সঙ্গে টাটা সুমোর ধাক্কা, মৃত্যু এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। আশঙ্কাজনক আরও এক মহিলা হাসপাতালে ভর্তি। বাইকে করে এক অনুষ্ঠানে তিনজন মিলে আসার পথেই রাস্তায় টাটা সুমোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যুর এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। আর আশঙ্কাজনক হয়েছেন অপর এক মহিলা। পাঁচগাছিয়া এলাকায়। খাৰুড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে তিনজনে মিলে একটি বাইকে চেপে উঠেতলা হয়ে যখন তারা বাকটপূর থানার রাজগড়ার দিকে আসছিল একটি অনুষ্ঠানে। সেই সময় পূর্ব পাঁচগাছিয়া এলাকায় একটা টাটা সুমোর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তিন জনই রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে। এরপর তাদের মধ্যে ২ জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাইটপূর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে পুখা মন্ডল (১৫) নামের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন চিকিৎসকেরা। আর সেইসঙ্গে পুথার প্রতিবেশী কাকিমা পাণ্ডিয়া রায়ের মাথায় আঘাত লাগায় আশঙ্কা জনক অবস্থায় রাতেই স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সোমবার আহত ওই রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল। এদিকে রবিবার রাতে এই ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় যায় জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ মৃত ওই ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করেছে ময়নাতত্ত্বে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। আর ওই ছাত্রীর মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তবে বেপরোয়া যান চালাচল বেড়ে গেছে বর্মেনো প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করেন সাধারন মানুষ।

প্রতিবেশী নাবালিকার জ্বর, ওবার নিদানে গ্রাম ছাড়া বৃদ্ধ দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২০ ফেব্রুয়ারি : নাবালিকা মেয়ে জ্বরে আক্রান্ত। ডাক্তার নয়, ওঝাকে ডাকলেন পরিবারের লোকেরা! তারপর ? সালিশি সভা বসল। ডহিনি অপবাদ দিয়ে গ্রামছাড়া করা হল বৃদ্ধ দম্পতিকে! ঘটনাস্থল, হুগলির দাদপুর। জানা গিয়েছে, দাদপুরের কৃষ্ণপুর গ্রামের সনাতন দুর্লভ ও তার স্ত্রী পূর্ণিমা। কয়েক বছর আগে একমাত্র ছেলেকে হারিয়েছেন এই দম্পতি। গ্রামেও এবার আর ঠাই হয় না! প্রথমে এক আস্থায়ীরে বাড়ি, তারপর ৪ দিন ছিলেন চুঁচুড়া স্টেশনে! এখন স্ট্রীকে নিয়ে দাদপুরে এক শিক্ষকের বাড়িতে রয়েছেন সনাতন। এদিকে গ্রামে জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! বাড়ি ফিরতে চেয়ে পঞ্চায়েত ও থানায় আবেদন জানিয়েছিলেন ওই দম্পতি। কিন্তু গ্রাম ফিরলে যদি আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। বুকি নিতে নারাজ প্রশাসন। দাদপুর পঞ্চায়েতের প্রধান জয়্য মির্মা অন্তিমহোদে, ‘বিডিওকে ঘটনাটি জানানো হয়েছে’। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে প্রৌঢ় দম্পতিকে বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করা হবে’। কেন এমন পরিস্থিতি ? স্থানীয় সূত্রে খবর, কৃষ্ণপুর গ্রামে ওই বৃদ্ধ দম্পতির প্রতিবেশী সন দুর্লভ। গত সপ্তাহে আচমকই জ্বরে আক্রান্ত হয় তার প্রতিবেশী কাকিমা মেয়ে। অভিযোগ, মেয়েকে সূস্থ করতে ওঝাকে বাড়িতে তাকে আনেন সন। ঝাড়ফুঁকের পর সেই ওঝা নাকি নিদান দিয়েছেন, বাড়ির পাশে যে বৃদ্ধা থাকেন, সেই পূর্ণিমা নাকি ডহিনি! এরপর সালিশি সভায় প্রায় ছেড়ে চলে যেতে বলা হয় পূর্ণিমা ও তাঁর স্বামী সনাতনের। প্রতিবাদ গ্রামে মারধর করা হয়।

বি সি রায় হাসপাতাল পরিদর্শন শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় এবার সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখতে তৎপর হল শিশু সুরক্ষা কমিশন। সোমবার ফুলবাগানের বি সি রায় শিশু হাসপাতাল এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করেন রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি হাসপাতালে ভর্তি থাকা শিশুদের চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন তাঁরা। অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ রূপতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে ব্যাপারেও জানতে চান তাঁরা। পরে সংবাদমাধ্যমের কাছে সামগ্রিক ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন কমিশনের সদস্য যশোবন্তী শ্রীমানি। সেইসঙ্গে মানুষের সচেতনতার ওপর জোর দেন তিনি। কমিশনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে রাজ্যে অ্যাডিনো ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালগুলির কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

বিধানসভায় অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি পেশ চন্দ্রিমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার বাজেট ঘাটতি অনেকটাই নিষ্পত্তো আনা সম্ভব হয়েছে বলে রাজ্য সরকার দাবি করেছে। বিধানসভায় এদিন চলতি আর্থিক বছরের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি বিধানসভায় পেশ করে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আর্থিক শৃঙ্খলা প্রশ্নে বিরোধীদের সমালোচনার জবাব দেন। তিনি পাণ্টা অভিযোগ করেন একশ দিনের মধ্যে সব একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ মিলছে না। ওই সব প্রকল্প চালিয়ে যেতে রাজ্য সরকারকে বাজেট ভিত্তিতে খরচ করতে হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন মহাঘা গান্ধী গ্রামীণ কর্ম নিচয়তা আইনে শ্রমিকদের ১৫ দিনের মধ্যে পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়ার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলেছে। প্রকল্পে অনিয়ম হলেও দরিদ্র শ্রমিকদের তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যায় কিনা তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, সড়ক পরিকাঠামো, পরিবেশ রক্ষার কাজে বাড়তি খরচ করার জন্যেও বাজেট ঘাটতি হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন। দেউচা পাঁচটি প্রস্তাবিত খনি প্রকল্পে পরিকঠামো নির্মাণে ২০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত খরচ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বাজেট ঘাটতি কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। ২০২১-২২ আর্থিক বছরে যেখানে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯ শতাংশের বেশি তা ২২-২৩ আর্থিক বছরে সেখানে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৯ শতাংশের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। এর আগে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবির সমালোচনা করে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কেন বাজেট বরাদ্দের তুলনায় রাজ্যের খরচ বেড়ে যাচ্ছে সেদিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষন করেন। বিরোধীদের অভিযোগ সরকারি প্রকল্পের টাকা খরচ করে মেলা খেলার আয়োজন করার জন্যই রাজ্যের আর্থিক শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। আলোচনার শেষে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি সভায় গৃহীত হয়।

নিবরা ব্রিজে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি : হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে শুরু হয়েছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। এরই মধ্যে সোমবার ভোররাতে হাওড়ার নিবরা ব্রিজ ঘটে গেল ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। বেপরোয়া গতির গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মারা যান বাইক আরোহী। তাঁর সঙ্গী গুরুতর জখম হন। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের নাম বিশাল ধাড়া (১৯)। গুরুতর আহত অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে কার্তিক মালিক কে (২০)। এদিন ভোররাতে নিবরা ব্রিজে ওই ঘটনা ঘটে। গড়কা থেকে বাইকে করে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাচ্ছিল ওই দুই বাইক আরোহী। পিছন থেকে কোনও গাড়ি ধাক্কা মারায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘাতক গাড়িটির এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বিশ্বভারতীর ৫৩তম সমাবর্তনে রাজনাথ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বভারতীতে ৫৩তম সমাবর্তনে আসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছে জেলা প্রশাসন। একইভাবে খবরের সত্যতা স্বীকার করেন বিশ্বভারতীর জন সংযোগ অধিকারিকা তিনি জানান, রাজপাল আনন্দ বোসের আসার কথা। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীকে কোনো আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কিনা, সেযোগারে তিনি কিছু বলতে পারেন নি। বিশ্বভারতীর তরফে ভারপ্রাপ্ত কর্মসিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ৫৩তম সমাবর্তন হয়ে চলেছে। এক্ষুণ -বাইশ সালের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তন শুরু হবে অপ্রকৃষ্ট সফল ন’টি নাগাদ। ২০২২ সালে সমাবর্তন হওয়ার কথা থাকলেও হয় নি। ২০২২ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীতে ছোট আকারের সমাবর্তনের কথা ছিল। অতিথি হিসেবে থাকার কথা ছিল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, এটর্নি জেনারেল আর ভেকটরমনি, রাজপাল সিতি আন্দ বোসের। কিন্তু উপাচার্যর বাড়ির সমনে আন্দোলনকে ইস্যু করে সেটাও বাতিল করে বিশ্বভারতী ২০২০ সালে অতিমারী জনিত কারণে সমাবর্তন সেভাবে হয়ে ওঠে নি। ম্যাডম্যাডে অনুষ্ঠান ২০২১ সালে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসেন রাজপাল তথা রেক্টর জগদীপ ধনকড, শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক। কিন্তু পুষ্পা শূভ্য সমাবর্তন ছিল কার্যত মুখরন্ধর সমাবর্তন। এক্ষুণ সালে হেজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আর্থ বিশ্বভারতীতে সমাবর্তন না এসে চাটুয়ালা ভাষণ দেন। এসেছিলেন তদানীন্তন রাজপাল জগদীশ ধনকড। তার আগে ২০১৯ সালে সমাবর্তনে পরিদর্শক রাস্ত্তিপতি রামনাথ কোবিন্দ আসেন। ২০১৯ সাল থেকে দেশীকোত্তম, অবন, গগন কোনো পুরস্কার দেওয়া হয় নি। এব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছে বিশ্বভারতী। অনুষ্ঠান সূচি ঘোষণা না হলেও, নিয়ম মাস্কি রাজতি দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুণা সিং রথীন্দ্র অতিথি শালয় উঠবেন। বিশ্বভারতীর ডিজিটরস বৃকে স্বাক্ষর রাখবেন। তারপর বকুল বিথি থেকে শুরু হবে সমাবর্তনের শোভাযাত্রা। অশ্রুকুঞ্জ মাঝখান দিয়ে শোভাযাত্রা পৌছবে জহরবেদীতে। সমাবর্তন মধ্যে যোগ দেনেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। প্রথা অনুযায়ী সুগুপ্ত বা ছাতিম পাতা ও ঙগসাপর তুলে দেওয়া হবে। বেদগানের মাধ্যমে শুরু হয়ে যাবে সমাবর্তন। সংকল্প চ্যন পাঠ শেষে উপাচার্য বিনুধ চক্রবর্তী স্বাগত ভাষন দেবেন।

আক্রান্ত প্রতিবাদী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ ফেব্রুয়ারি : সাট্রা খেলার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত এক যুবক। চাকু মারার অভিযোগ। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর কালীতলা বাজার এলাকায়। জানা গেছে আক্রান্ত ওই যুবকের নাম মিঠু পাণ্ডে। বাড়ি সাহাপুর ছাতিমান মোড় এলাকায়। জানা যায় এদিন রাতে এলাকায় সাট্রা খেলার প্রতিবাদ করেছিলেন ওই যুবক। প্রতিবাদ করায় স্থানীয় রাকি মন্তল সহ বেশ কয়েকজন তাকে মারধর করে। তার পিঠে চাকু মারার অভিযোগ উঠে। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মালদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

মোবাইল টাওয়ার বসানোর নামে প্রতারণা

প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার মা ও ছেলে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল টাওয়ার বসানোর নামে টাকা হাতানোর একটি চক্রের হৃদিশ পেল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানা। জামালপুর থানায় মোবাইল টাওয়ার বসানোর নামে আর্থিক প্রতারণার একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয় গত বছরের ১৩ নভেম্বর। জামালপুরের বিষ্ণুবাটি এলাকার জৈকে বাসিন্দা ওই অভিযোগটি করেছিলেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে বড়সর সাফল্য পেল জামালপুর থানার পুলিশ। বিভিন্ন সূত্র ধরে চলতি মাসের ১৭ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যগ্রাম এলাকা থেকে তারা বিপুল পরিমান সামগ্রী সহ দু’জনকে গ্রেফতার করে। ধৃত দুজনের নাম বার্বিল চক্রবর্তী ও স্তুভজিৎ চক্রবর্তী। সম্পর্কে তারা মা ও ছেলে। ধৃত ওই ২ জনকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারিক রাকেশ সিং কে নিয়ে সোমবার এই বিষয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন বর্ধমান দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ অধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী। সুপ্রভাতবাবু জানান, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খন্ডার সোদপুর এলাকার ‘পাস রিটেন্স প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির’ নামে মোবাইল টাওয়ার বসানোর নামে ভুয়ো হেড অফিস সহ আরও তিনটি অফিসে অভিযান চালিয়ে প্রচুর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি সব কাটি অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছে। লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অতিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যগ্রাম

অমর্ত্য সেনের বসত বাড়ির জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে শুনানি

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২০ ফেব্রুয়ারি : অমর্ত্য সেনের বসত বাড়ির জমি ‘রেকর্ড সংশোধনে’-র শুনানিতে আইনী আপত্তি জানানো বিশ্বভারতী। সেই আপত্তি জনিত কারণে পরবর্তী শুনানি হবে। তবে সেই দিন এখনো ধার্য্য হয় নি। সোমবার বিএলআরও অফিসে অমর্ত্য সেনের আইনজীবী গোরাচাঁদ চক্রবর্তী ও বিশ্বভারতীর আইনজীবী সূচরিতা বিশ্বাস জোর সওয়াল করেন। জমি বিতর্কের মাঝেই অমর্ত্য সেনের আইনজীবীর দাবি অধ্যাপক সেনের পিতা আশুতোষ সেনের নামে ১.৩৮ ডেসিসেলে জমি রয়েছে। তাই সম্পূর্ণ জমি রেকর্ড সংশোধন-এর জন্য গত ৬ ফেব্রুয়ারি বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আবেদন করেছিলেন অমর্ত্য সেন। সেই মোতাবেক সোমবার ২০ ফেব্রুয়ারি শুনানির জন্য বিএলআরও বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার অধিকারিক সঞ্জয় দাসের তত্ত্বাবধানে অমর্ত্য সেনের আইনজীবী গোরাচাঁদ চক্রবর্তী ও বিশ্বভারতীর আইনজীবী সূচরিতা বিশ্বাস, কর্মসিবি অশোক মাহাত জমি সংক্রান্ত শুনানিতে আসেন। বিএলআরও দপ্তরে বসে দীর্ঘক্ষণ দু’পক্ষের আইনজীবীর মধ্যে জোর বাকবিতণ্ডা চলে। জানা গিয়েছে, এবিন ভূমি ও ভূমি সংস্কার অধিকারিকের সামনে প্রয়াত আশুতোষ সেনের একটি উইল দেখান অমর্ত্য সেনের আইনজীবী। যুক্তি হল, উত্তরাধিকার সূত্রে



আশুতোষ সেনের জমি তাঁর ছেলে অমর্ত্য সেনের নামেই রেকর্ড সংশোধন হওয়া উচিত। পালটা জমি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি জানা দেন বিশ্বভারতীর আইনজীবী। নথি দিয়ে মুখামন্ত্রী অমর্ত্য সেনের জমি নিয়ে রাজনীতি করছেন, অভিযোগ বিশ্বভারতীর আইনজীবী সূচরিতা বিশ্বাসের। সূত্রের খবর, বিশ্বভারতীর কাছ থেকে অমর্ত্যর বাবা আশুতোষ সেনের জমি লিজ নেওয়ার নথিপত্রও প্রকাশ্যে এসেছে। ১৯৪৩ সালে ওই চুক্তিপত্র হয়েছিল। সেই নথি অনুযায়ী, ১.২৫ একর জমিই লিজ নেওয়া হয়েছিল বলেও সূত্রের খবর। সোমবার ওই নথিপত্র বিএলআরও-র কাছে জমা দেয়, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ দাবি করে, অমর্ত্যর বাবা আশুতোষকে ’৪৩ সালে কখনই ১.৩৮ একর জমি লিজ দেওয়া হয়নি। ১.২৫ একর জমি লিজ দেওয়া হয়েছিল। তার ভিত্তিতে বিশ্বভারতী

১৩ ডেসিম্যাল জমি দখলের অভিযোগ করেছে অমর্ত্যের বিরুদ্ধে। সে জমি ফেরতের দাবি তুলেছে বিশ্বভারতী। এবং আশুতোষ সেনের কর্তৃপক্ষের আরও দাবি, ১৯৪৩ সালে বিশ্বভারতী এবং আশুতোষ সেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত লিজের নিবন্ধিত দলিল ও ২০০৬ সালে কর্মসিবিতে পাশ হওয়া প্রস্তাব থেকে পরিষ্কার আশুতোষ বা অমর্ত্যকে ১.৩৮ একর জমি তো দূরের কথা, বিশ্বভারতীর কোনও জমিই মালিকানা দেওয়া হয়নি। তাই বিশ্বভারতী দাবি অমর্ত্য সেনের প্রাপ্য ১.২৫ ডেসিসেলে জমি। যদিও এদিন শুনানি শেষে অমর্ত্য সেনের আইনজীবী গোরাচাঁদ চক্রবর্তী বলেন, প্রয়াত আশুতোষ সেনের একটি উইল আমরা জমা দিয়েছি। উত্তরাধিকার সূত্র বোঝাতে। জমি দখলের কোন প্রকৃই ওঠে না। আজ বিশ্বভারতীর আইনজীবী নানান কাগজপত্র ও ভুল যুক্তি এনে জমি দখল প্রমাণ করতে চাইলেন। শুনানি হবে। দিন এখনও ঠিক হয়নি। গোরাচাঁদ বাবু আরও দাবি করেন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিশ্বভারতী কেও দাবি করেনি। ১.২৫ ডেসিসেলে জমি অমর্ত্য সেনের। বাকিটা দখল করে রাখা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তিনি এই জমির রেকর্ড করতে পারেন না। এ নিয়ে আমরা আপত্তি জানিয়েছি।

সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র দাবিতে বিক্ষোভে তৃণমূলের দাদাগিরি



শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২০ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলার দিনহাটা আদালত চত্বরে বকেয়া ডিএয়ের দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের কর্মবিরতি আন্দোলন চরম দাদাগিরি তৃণমূল কংগ্রেসের। সোমবার সকালে যখন আদালত চত্বরে সরকারি কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করছিলেন সেই সময় শাসক দলের নেতা-কম্বীরা সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনকে তুণ্ডুল করতে সরাসরি সংঘাতে জড়ালেন। সোমবার দিনহাটা মহকুমা আদালত চত্বরে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ও কম্বীরা ঢুকে জোর করে আদালত কর্মচারীদের কর্মবিরতি আন্দোলন তুলে দিলেন। রীতিমতো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাধ্য হয়েছেন আন্দোলন তুলে নিতে সরকারি কর্মচারীরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আন্দোলনরত সরকারি কর্মচারী অরুণ পাল বলেন, আমরা শক্তিতে এদের সাথে পারবো না। আর এখানে আমরা মারামারি করতে আসিনি। উনারা আমাদের ব্যানার-পোস্টার খুলে নিয়েছেন। টেবিল-চোয়ার নিয়ে নিয়েছেন। আমরা বিষয়টি জঙ্গ সাহেবকে জানিয়েছি। তবে তিনি একথা পরিষ্কার করে দেন যে কোনওরকমে আপদকালীন কাজকর্ম তারা চালিয়ে যাবেন। যদিও এই প্রসঙ্গে দিনহাটার শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশু ধর বলেন, আমরা কোর্টে এসে দেবলান একদল কর্মচারী কোর্টের চোয়ার-টেবিল নিয়ে বইরে বসে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পরে জানতে পারলাম তারা সই করে এসে কর্মবিরতি পালন করছেন। মানুষের টাকা নিয়ে আপনাদের বেতন। আর সেই মানুষের টাকা নেনেন আর কাজ করেন না তা হবে না। সই করবেন আবার কর্মবিরতি পালন করবেন অর্থাৎ পয়সা নেনেন তা হবে না। কাজ করবেন না বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকুন, পয়সা পাবেন না। সরকারের পয়সা নিয়ে নটকবাজি করবেন তা আমরা মনে না। রীতিমতো হুমকি সুরে এ কথা জানানেন তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, সরকারি কর্মচারীদের ৬৮শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বকেয়া। যদিও ৬ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তবে এই ৬ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বামনাতে চিড়ে ভেজে নি, তাই জেলার প্রত্যেকটি মহকুমা আদালতের সামনে বিক্ষোভে সানিল হয়েছেন সরকারি কর্মচারীরা। আর ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এহেন দাদাগিরি এক ন্যাকারজনক ঘটনার সাক্ষী রইল বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। ফলে স্বভাবতই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিল্লার বড় সব মহলে।

এনএসএস-এর ন্যাশানাল ইন্টিগ্রেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং এনএসএস-এর কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় সাত দিন ব্যাপী এনএসএস অর্থাৎ জাতীয় সেবা প্রকল্পের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ক্যাম্প ২০২৩ শুরু হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ অডিটোরিয়ামে। সারা দেশের ১৫টি রাজ্যের ২১০ জন স্বেচ্ছাসেবক প্রতিনিধি ৭ দিনের এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। ৭ দিনের এই শিবিরকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাপবাগ ক্যাম্পাসে। রবিবার দিনভর যোগাসন, পিটি, প্রাণায়াম এবং নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ চলে! প্রতিদিনই পৃথক পৃথক কার্যক্রম রয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস স্মরণে একটি বর্ণাঢ়্য পন্দযাত্রা বর্ধমান শহর পরিক্রমা করবে। উল্লেখ্য, এই ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তথা এনএসএস-এর সোমারমান অধ্যাপক ড. নিমাই চন্দ্র সাহা, জেলাশাসক প্রিয়ঙ্কা সিংলা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আশীষ কুমার পানিগ্রাহী, রেজিস্ট্রার ড. সুজিত কুমার চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, যেকোনো প্রাদেশিক, ধর্মীয়, সম্প্রদায় ও ভাষাগত ব্যবধানের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও দেশের যুব সমাজকে শক্তিশালী করে সঠিক পথ দেখাতে পারে এনএসএস। তিনি ভারতে এই সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কার্যক্রম এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করার পাশাপাশি দেশের দেশের ঐক্য, সংহতি, সংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির বার্তা যুব সমাজের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এনএসএস উল্লেখযোগ্য অবদানের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ও সাফল্য তুলে ধরেন। কারিয়ার ওরিয়েন্টেশন প্যালেস সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, এসডিপিও সদর সুপ্রভাত চক্রবর্তী, স্পেশাল কমিশনার অভিজিৎ মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। এদিন তৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ও আয়োজন করা হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এনএসএস-এর প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক রাজেশ দাস জানান, ৭ দিনের এই শিবিরকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে তীরবিদ্ধ এক

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে তীরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি, আহত আরও বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় এলাকার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখার থানার ফুলবাড়ি এলাকায়। জানা গিয়েছে হরিপদ পাল ও নরেশ পালের মধ্যে প্রায় আড়াই বিঘা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। হরিপদ পালের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগে নরেশ পাল নামে ওই ব্যক্তি জমিতে গাছ লাগিয়ে ছিল। তখন হরিপদ পাল ও তার পরিবারের সদস্যরা গাছ লাগানোর কাজ জানাতে গেলে দুই পক্ষের বচসা সৃষ্টি হয়। বচসা চলাকালীন আচমকা দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। চলে তীর। তীরের আঘাতে গুরুতর জখম হয় হরিপদ পাল নামে এক ব্যক্তি। তার বদিকে পেটে নিচে লাগে।

Dehibatpur Gram Panchayat
Dehibatpur, Alati, Pursurah, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide NIT No: 040/DGP/22-23 to NIT No: 047/DGP/22-23, (8 nos of Scheme); Fund : 15th F.C. & PBG. Dated:02/02/2023 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank draft/NEFT/RGTS from any working day from 21/02/2023 to 27/02/2023 (10:00 AM to 4:00 PM), Bid submission closing online on 27/02/2023 at 4:00 PM. For details contact the above office or visit https://wbtennders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Dehibatpur Gram Panchayat
তারকেশ্বর পৌরসভা
তারকেশ্বর ঃঃ হুগলী
বিজ্ঞপ্তি
এই মর্মে তারকেশ্বর পৌরসভার সূধী নাগরিকবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, গত ১৭.০২.২০২৩ তারিখে তারকেশ্বর পৌর কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শহর মার্কিভাডে উন্মুক্ত সৌচ ও উন্মুক্ত মৃত্যুগার্য বহির্ন (Open defecation free+ & Open Urination Free) শৌচ আয়ত্বপ্রকাশ করি। নাগরিকদের নিকট স্বচ্ছতার এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সর্নিদক সহযোগিতায় আহ্বান জানানো হল। উন্মুক্ত স্থানে নেন বজি সৌচ করিতে ২০০ (দুইশত) টাকা এবং মৃত্যুগার্য করিলে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা করা হইবে। আরও জানানো যাইতেছে নাগরিকদের সমহত অনুযায়ী তারকেশ্বর পৌরসভার কর্তৃপক্ষ দ্বারা Service Level Benchmark গৃহীত হয়েছে।
পৌরপ্রধান
তারকেশ্বর পৌরসভা

Office of The Block Development Officer				
Joypur Development Block				
PO: Garh Joypur, Dist: Purulia, Pin: 723201				
QUOTATION NOTICE QIT No. 02BSK/2022-23, Dated: 17.02.2023				
Sealed rate quotation paper are hereby invited by the undersigned from the bonafide suppliers/agencies/sellers/Retailers for the supply of the following item:-				
Sl No.	Name of the item	Specification:	Qty.	Remarks
1	Toner Cartridge	No.110A Compatible	36 (Thirty Six)	
2	Pen Drive	HP 64 GB	18 Nos.	
3	A/4 Paper	JK. 70GCM, WHITE	72 RIMS	
4	A/4 Paper	JK. 75GCM, RED	18 RIMS	
5	A/4 Paper	JK. 70GCM, YELLOW	18 RIMS	
6	Pen Use & Throw	Blue	200 Nos.	
7	Pen Use & Throw	Red	20 Nos.	
8	Stamp Pad	9cm x 5cm, Deluxe, Camlin	10 Nos.	
Last date of receiving quotation paper: 24.02.2023 upto 12.00 noon. The same will be opened on 24.02.2023 at 3.00 pm in the presence of the quotations or his representatives. For details please visit office of the undersigned.				
Sd/- Block Development Officer				
Joypur Development Block				

Office of The Block Development Officer				
Joypur Development Block				
PO: Garh Joypur, Dist: Purulia, Pin: 723201				
QUOTATION NOTICE QIT. No. 01/MDM/2022-23, Dated: 17.02.2023				
Sealed rate quotation paper are hereby invited by the undersigned from the bonafide suppliers/ agencies/sellers/Retailers for the supply of the following item:-				
Sl	Name of the Item	Specification:	Qty.	Remarks
No.				
1	LENOVO-IDEAPAD-3.81 X 800 K6IN 13, 11th Gen, 8 GB, 512SSD, 15.6FHD, IPS250NITS, W1N11 (one)			
Last date of receiving quotation paper: 24.02.2023 upto 12.00 noon. The same will be opened on 24.02.2023 at 3.00 pm in the presence of the quotationers or his representatives. For details please visit office of the undersigned.				
Sd/- Block Development Officer				
Joypur Development Block				

SCRAP BREAKING & PROCESSING (INDIA) LTD.
CIN - L27109WB1981PLC034108
Registered Office: 219 Chatterjee Avenue, Kolkata-700 006
Email : scrapbreaking@gmail.com, Website : www.scbp.in
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31.12.22	Quarter Ended 30.06.22	Nine Month Ended 31.12.22	Year Ended 31.03.22
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	-	-	-	3.37
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax)	(1.00)	(3.72)	(4.72)	0.15
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	(1.00)	(3.72)	(4.72)	(1.60)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	(1.00)	(3.72)	(4.72)	(1.60)
5	Equity Share Capital	20.00	20.00	20.00	20.00
6	Other Equity	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (a) Continuing and discontinuing operations) a. Basic/(Rs.)	(0.50)	(1.86)	(2.36)	(0.80)
	b. Diluted/(Rs.)	(0.50)	(1.86)	(2.36)	(0.80)

Notes:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com); www.bseindia.com and on the company website (www.scbp.in)
For Scrap Breaking & Processing (India) Limited
Sd/-
Sulagna Ghosh
Managing Director
(DIN: 07543484)
Place : Kolkata
Date : 10th February, 2023

Office of The
Baniban Gram Panchayat
Under Uluberia Block-II
VIII+PO- Baniban, PS-Uluberia, Dist-Howrah, Pin-711316
Tender Notice
E-tender is invited by Pradhan on behalf of Baniban Gram Panchayat for the work published in the website http://wbtennder.gov.in 1 Ref-NieT No. HZP/UULU-I/IBAN/2648/PBG SFC/NIT/2022-23, Dated: 13/02/2023, 2) Ref-NieT No. HZP/UULU-I/IBAN/2649/PBG SFC/NIT/2022-23, Dated: 13/ 02/2023, 3) Ref-NieT No. HZP/UULU-I/IBAN/2650/PBG SFC/NIT/2022-23, Dated: 13/02/2023. Documents download start from 14.02.2023, 5:00 pm to 21.02.2023 5.30 pm. Bid submission end on 21.02.2023, 5.30pm.
Sd/- Pradhan
Baniban Gram Panchayat

আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই)
পতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) ঝাঁমের অধীনে বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে টার্মিনাল তৈরি
ইওআই নির্জির নং: ১।গওম/জিআর/ইওআই/২।জিসিটি/এক্স৬৪৫/২২, তারিখ: ১৭.০২.২০২৩ ডিক্লিনার বেলগুয়ে ম্যানেজার (সি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া বেলগুয়ে অর্গানিকভায়ে/ সম্পর্কজন্মে অধিকৃত ভূমিতে সাধারণ ব্যবহারকারীদের মাল্টি কার্গো/মোডাল ব্যবহারের সুবিধার্থে পতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) ঝাঁমের অধীনে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে টার্মিনাল তৈরীর জন্য একেবার্/খাসা সরকারের অধীনস্থ সংবিধিকৃত সংস্থা/মুহই ইওআই প্রণালীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আগ্রহবশতের জন্য যোগাযোগ নিম্নলিখঃ ক) আবেদনকারীর নির্মাণ, পরিবহন অথবা লজিস্টিক্স এবং সম্পর্কিত কবচারে ন্যূনতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। খ) আবেদনকারীর নিট সম্পদ অনুমতি নির্মাণ ব্যয়ের (ডিক্লিনার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পরিকাঠামোগত সুবিধারি অনুযায়ী) ন্যূনতম পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) থাকতে হবে। গ) লেগুয়ে জমিতে আশিকভাবে এবং নন লেগুয়ে জমিতে আশিকভাবে জিসিটি গ্রান্না তৈরীর জন্য ডিক্লিনাতকে পারসেলের হার্ড কপি নিম্নলিখিত ডিক্লিনার উপর (পার্শ্ব স্টাইডের) অধিকার অর্জন করতে হবে – হ্যা মালিকানার মাধ্যমে অথবা শিল্পের মাধ্যমে অথবা আবেদনকারীকে তৃষ্টি প্রদান করা হলে ডিক্লিনাতকে জমি নিতে তাঁমের আগ্রহের উল্লেখ করে দাপ্তরিক জমির মালিকের থেকে সম্মতি প্রদরে মাধ্যমে। অন্যান্য নিম্নম ও পরীক্ষারি জন্য ইওআই নথিভর দেখতে হবে। নিজেদের প্রতিক্রিয়া ও পরামর্শ জমা করার পূর্বে এই ইওআই নথিভর এবং জিসিটি মাস্টার পলিসি ২০২২ ভাষোভাবে পড়ে নিতে একেবার্দের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। এই ইওআই নথিভর ভাষোভাবে অংশগ্রহণকারীদের থেকে অপারেশন অথবা বিহারে পৃথীত প্রতিক্রিয়া এবং পরামর্শ প্রস্তুতির ডিক্লিনার জন্য এসবিডি ফর্মন ব্যবদ ব্যবহার করা হতে পারে। এই ইওআই নথিভর স্বাক্ষরযোগ্য নয়।
কার্যের নাম: বেলগুয়ে আশিকভাবে/ সম্পর্কজন্মে অধিকৃত জমিতে সাধারণ ব্যবহারকারীদের মাল্টি কার্গো/মোডাল ব্যবহারের সুবিধার্থে পতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনাল (জিসিটি) ঝাঁমের অধীনে নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে টার্মিনাল তৈরি। ঝাঁমের জিআর, পাটভাড়া, বাশোভিহার, মাদ্যাম, বাজারাম, তুদুরম, ধান্যপাড়া, নবদ্বীপ, সালাবাথ কোর্ট রোড, টেরিঘাটা, বাজারভাড়া, টিকপুর্, আলাপাঠাড়া, বালুইই ব্রিজ, গম্ভাটপুর্, ভূসপাড়া, টেম্বা, কর্জা, সিকুর্কির টাল। ইওআই নথিভরের উপলব্ধতার তারিখ ও সময়: ১৭.০২.২০২৩ থেকে ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩ট পর্যন্ত। ইওআই আবেদন জমা করার শেষ তারিখ ও সময়: ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩ট। ইওআই আবেদন খোলার তারিখ ও সময়: ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। জমা করার লক্ষ্যি: শ্লিড পোস্টের মাধ্যমে জঝারের হার্ড কপি নিম্নলিখিত ডিক্লিনার ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টক মধ্যে পৌঁছাতে হবে। সিনিয়ার ডিসিএম অফিস, ৫ম তল, বেলগুয়ে যাত্রী নিবাস, ডিক্লিনার বেলগুয়ে ম্যানেজার অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিক্লিন, স্ট্রিট মাস্টার, স্টেশন রোড, হাওড়া-৭১১১০১। ইওআই নথিভর এবং জিসিটি পলিসি ডাউনলোড করা যাবেঃ https://er.indianrailways.gov.in/
ডিক্লিনার বেলগুয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
ভানসের মূলধন কক: @EasternRailway G2 @easternrailwayheadquarter
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION & TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil),Br.-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT NO. : KMC/EEC/CJBR-XVU/124/14/22-23
Name of work : Construction of Cement Concrete Road at Bye Lanes of J.L. SARANI near Ram Thakurer Ashram, in Ward No.124. Estimated Cost (including GST & CESS) : Rs.4,66,227.60. Earnest Money : Rs.10,000.00. Period of completion : 30 Days. Last date and time of Submission of Bid : 09.03.2023 at 12.00 noon. Tender will be opened on : 11.03.2023 at 12.00 noon. The bid forms and other details are available on and from 24.02.2023 at 5.00 p.m. from the website https://tender.wb.nic.in
The Executive Engineer (Civil),Br

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

চলতি বছরই ভারতের চন্দ্রাভিযান,ইসরোর চন্দ্রযান ও



চন্দ্রযান-২’এর লক্ষ্য শেষপর্যন্ত সফল হতে পারে নি। চাঁদের মাটি সম্পর্কে তথ্য নিতে গিয়ে গতিবেগের গোলমালে ভারতের চন্দ্রযানটি আছড়ে পড়েছিল সেখানে। তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ডাশ ফেল মিশন। তবে ব্যর্থতাই তো নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ জোগায়। সেভার্টেই ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো ফের চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। তৈরি করা হচ্ছে চন্দ্রযান-৩ । প্রাথমিক পরীক্ষায় সফলও হয়েছে যানটি। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরই চাঁদে পাড়ি দেবে। ইসরোর বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, জানুয়ারির শেষ থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম কয়েকদিনের মধ্যে চন্দ্রযান-৩’ এর ইএমআই ও ইএমসি পরীক্ষা হয়েছে। প্রথমটি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইন্টারফেরারেন্স ও দ্বিতীয়টি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক কমপ্যাটিবিলিটি। দুই পরীক্ষাই মহাশূন্যে যন্ত্রপাতি

ঠিকমতো কাজ করছে কি না, তা যাচাইয়ে জন্য করা হয়। আর সুখবর এই যে, দুই পরীক্ষাতেই পাশ করেছে চন্দ্রযান ৩। অর্থাৎ মহাকাশের পরিবেশে নিজের যন্ত্রপাতিকে সচল রেখে কাজ করতে সক্ষম ইসরোর তৈরি নতুন যানটি। তিনটি ভাগ রয়েছে চন্দ্রযানের প্রোপালশন, ল্যান্ডার ও রোভার। বলা হচ্ছে, রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে প্রতিটি অংশ যুক্ত থাকবে এবং কাজ করবে। আর সেই কারণে চন্দ্রযান ৩’-এ এর কার্যপদ্ধতি খানিকটা জটিল। প্রথমত তাকে পৃথিবীর তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের বাইরে বেরিয়ে কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মহাকাশে বৃহত্তর তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে মানিয়ে কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে হবে। তারপর আবার চাঁদের তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষিপ্র থেকে তথ্য পাঠানোর জন্য সক্রিয় থাকতে হবে। এখন ইএমআই ও ইএমসি পরীক্ষায় এসব কাজে কতটা সক্ষম চন্দ্রযান ৩, সেটিই বুঝে নিলেন বিজ্ঞানীরা। চন্দ্রযান ২’তে যে ভুল হয়েছিল, সেই ভুল আর যাতে না হয় সেদিকে এবার বাড়তি নজর দিয়েছে ইসরোর বিজ্ঞানীরা। সমস্ত হিসেবনিকেশ একেবারে নিশ্চিত করা হবে চন্দ্রযান ৩’এর। এর আগে চন্দ্রযানের ‘বিক্রম’ ল্যান্ডারটি তেঙে পড়েছিল, তার ফেফ হিসেবের ভুলে। কিন্তু নতুন যানটি আরও উন্নত। চন্দ্রপৃষ্ঠে ল্যান্ডারের নিরাপদ অবতরণের দিকে ইএমআইর দেওয়া হয়েছে সব ঠিক থাকলে ২০২৩ সালের জুনের পর উৎক্ষেপণ করা হবে বলে ইসরো সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

২৬০ কোটি বছর পুরনো জল থেয়ে বসলেন এক বিজ্ঞানী!

এক বিজ্ঞানীর কাণ্ড জানলে সকলেই প্রায় অবাক বেনেন। ২৬০ কোটি বছরের পুরনো জল তিনি পান করে বসেছিলেন! যদিও তাঁর কিছু হয়নি। তবে শারীরিক কিছু অসুবিধা হয়ত দেখা দিয়েছিল। তাকে এমন কাজ করতে দেখে অবাক হয়েছিলেন সবাই। কিন্তু কেমন ছিল সেই প্রগৈতিহাসিক জলের স্বাদ? প্রশ্নটা তাঁকে করতেই তিনি জানালেন মোটেই ভালো নয়। ঘটনাটি যদিও ২০১৬ সালের। তবে সম্প্রতি বিখ্যাত জনা গিয়েছে। সেই সম্ভব কানাডার অন্টারিওয় এক খনিতে বিজ্ঞানীরা ভূপৃষ্ঠ থেকে দেড় মাইল নিচে অবস্থিত ওই জলের সন্ধান পেয়েছিলেন। গ্র্যানাইটের মতো দেখতে পাথরের

খাঁজে তা জমে ছিল। এরপর শুরু হয় ওই জল নিয়ে গবেষণা। নমুনা পরীক্ষা করে বোঝা যায় তা ২৬০ কোটি বছরের পুরনো। তারপরই সকলকে অবাক করে গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক বারবারা শেরউড লোল্লার প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর চিহ্ন ওই জল পান করে বসেন। যা দেখে তাক লেগে যায় আশপাশের সকলের। কিন্তু কেমন ছিল ওই জলের স্বাদ? এককথায় বলতে গেলে মোটেই সুবিধার নয়। বারবারা জানাচ্ছেন, ভয়ানক নোনাতা স্বাদের ওই জল। খেতে খানিক ম্যাগপল সিরাপের মতো চটচটে।



জলটার এমনিতে কোনও রং ছিল না। তা বর্ণহীনই ছিল। কিন্তু বাইরে আনতেই অন্ধ্রদের সঙ্গে বিক্রিয়া হয়ে জলের রঙটা পাল্টে হয়ে যায় কমলা রঙের। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে এখনও বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন বলে শোনা গিয়েছে।

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন পাঠ্যক্রম চালু করেছে

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : এই পাঠ্যক্রমটি বিশ্বখ্যাত কোম্পানিগুলির পাশাপাশি ভারতীয় কোম্পানীগুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ বেতনের সম্ভাবনা সমন্বিত কর্মসংস্থানে বিভিন্ন ভূমিকা প্রদান করবে। ডিএলএসআই সেক্টর একটি উচ্চ বেতন প্রদানকারী শিল্প এবং অটোমেশনের প্রভাব থেকে মুক্ত। এটি সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের বিন্যাস এবংবৃদ্ধির জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করবে। পটভূমি- ১। সেমিকন্ডাক্টর বিশ্ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে তা আমাদের কল্পনাতীতা। বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খলের অন্যতম প্রধান অংশীদার হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী- আমরা একবিশ শতাব্দীর প্রয়োজনে তরুণ ভারতীয়দের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণে প্রচুর বিনিয়োগ করছি। আমাদের একটি ব্যতিক্রমী সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ট্যালেন্ট পুল রয়েছে যা বিশ্বের সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারদের ২০ শতাংশ পর্যন্ত তৈরি করে। শীর্ষস্থানীয় ২৫টি সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন কোম্পানির প্রায় সকলেরই আমাদের দেশে তাদের ডিজাইন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। সেমিকন ইন্ডিয় প্রোগ্রাম (মোট ৭৬,০০০ কোটি টাকা)-এর লক্ষ্য ভারতে সেমিকন্ডাক্টর এবং ডিপলে ম্যানুফ্যাকচারিং ইকোসিস্টেমের উন্নয়ন। কার্যক্রমটি সেমিকন্ডাক্টর, ডিসপ্লে ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ইকোসিস্টেমের নকশায় বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। সেমিকন ইন্ডিয়া কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, চিপস টু স্টার্টআপ (সিউএস) প্রোগ্রামের লক্ষ্য ৫ বছরের মোবাইল ইএসডিএম শাখার রফাৎ ৮৫,০০০ ইঞ্জিনিয়ারদের (একদেই স্বাতন্ত্র্য, হালেকান্তর এবং গবেষণা স্তরের) প্রশিক্ষণ দেওয়া। ৮-২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় চুক্তি করা হয়েছে। গত বছরে আইআইটি হাযদ্রাদাব আইসি ডিজাইন এবং প্রযুক্তিতে বি টেক (ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং) এর বিশেষ পাঠ্যক্রম চালু করেছে। আইসি এবং ডিএলএসআই- একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (যাকে আইসি, চিপ বা মাইক্রোচিপও বলা হয়) হল একটি ছোট সমতল খবরে (বা চিপ) উপর ইলেকট্রনিক সার্কিটের একটি সেট। একটি আইসি হল সমস্ত আধুনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মৌলিক গঠন উপকরণ। ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (ভিএলএসআই) হল একটি চিপে অনেকগুলি ধাতব অক্সাইড সিলিকন ট্রানজিস্টর একত্রিত করে একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) তৈরির প্রক্রিয়া। এআইসিটিই ঘোষণা-এআইসিটিই, প্রযুক্তিগত শিক্ষার সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (১) বি টেক ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ডিএলএসআই ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি) এবং (২) আইসি উৎপাদনে ডিপ্লোমা জনা অডিওতে পাঠ্যক্রম চালু করেছে। পাঠ্যক্রমগুলি এআইসিটিই পোর্টালে আপলোড করা হবে। যেকোন সংখ্যক এআইসিটিই অনুমোদিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান এই পাঠ্যক্রমগুলির সুযোগসুবিধা নির্বাচন করতে পারে। ডিএলএসআই কোম্পানীতে সাধারণতঃ প্রারম্ভিক বেতন বার্ষিক ১০ লক্ষ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যা গড়ে কোম্পানীগুলির উপর নির্ভর করে দাঁড়ায় বার্ষিক ২০ লক্ষের কাছাকাছি। শিক্ষানবিশদের জন্য বঙ্গবন্ধু রক্ষাগারক্ষেপ, ফার্মিস্ট্রন এবং কয়েক হাজার মাসে দাঁড়ায় তিরিশ থেকে আশি লক্ষ। সুবিধা-এই পাঠ্যক্রমটি বিশ্বস্তরীয় কোম্পানিগুলির পাশাপাশি ভারতীয় কোম্পানিগুলিতে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য উচ্চ বেতন সম্ভবনা সমন্বিত কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুবিধা প্রদান করবে। ডিএলএসআই সেক্টর একটি উচ্চ বেতন প্রদানকারী শিল্প এবং অটোমেশনের প্রভাব মুক্ত। এটি সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের বিন্যাস এবং বৃদ্ধির জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করবে। এ আই সি টি ই (এআইসিটিই) পাঠ্যক্রম- ইলেকট্রনিক্সে বিটেক (ডিএলএসআই ডিজাইন আন্ড টেকনোলজি) আইসি ডিজাইন ও প্রযুক্তির পরিচিতি, ডিজিটাল সিস্টেম ল্যাব, সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসের মৌলিক বিষয়, এনালগ ইলেকট্রনিক্স, গিমস (সিএমওএস) প্রক্রিয়াকরণের ভূমিকা, ডিএলএসআই ডিজাইনের ভূমিকা, এনালগ আইসি ডিজাইন, পরিসংখ্যান টাইমিং বিশ্লেষণ, ফ্যাব্রিকেশন এবং ক্যারেক্টারাইজেশন ল্যাব, বৈদ্যুতিক প্রকৌশল উপকরণ পদার্থবিদ্যা, আইসি উৎপাদনে ডিপ্লোমা, ডিএলএসআই ফেব্রিকেশনের ভূমিকা, সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব পরিচিতি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং সার্কিট, ক্রিন রুম প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, ফটোভোল্ট, ফটোয়োগী কার্যক্রম যেমন ফটোভিস্তির নিরাপত্তা প্রোটোকল, ভাকুয়াম প্রযুক্তি, শিল্প অটোমেশন সেমিকন্ডাক্টর প্যাকেজিং এবং পরীক্ষা, ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম সমাবেশ বা পণ্য নকশা, পুনর্নির্বািকরণযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি।

শিবসেনা কখনও শেষ হবে না : সঞ্জয়

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিবসেনা কখনও শেষ হবে না শিবসেনা হল আনন্দ, এত সহজে নিভেনা না। এই মন্তব্য করলেন উজব ঠাকরে গোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় রাউত। সেনাবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, শিবসেনাকে ভাঙতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, শিবসেনা মহারাষ্ট্রের আত্মসম্মান ও সন্ত্রম

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

করোনা ভাইরাস ঠিক কোথায় রয়েছে তা জানতেই রাজ্যে বর্জ্য জলের নমুনা পরীক্ষা

করোনা আতঙ্ক দূর হয়ে ঠিকই, কিন্তু তার মাকেও ভয় ধরে রয়েছে। যদিও সমাজে ফিরেছে পুরনো ছন্দ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, সার্স কোভ ২ বা করোনা ভাইরাস কি পালিয়ে? না ঘাপটি মেরে বসে আছে মানবদেহে? সময় সুযোগ পেলেই ফের আক্রমণ শানাবে? এই তথ্য জানতে দেশজুড়ে সমীক্ষা শুরু হয়েছে প্রলে জানতে পারা গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গেও নিকশি জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার কাজ শুরু হবে বলে স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে জানতে পারা গিয়েছে। করোনা ভাইরাস এখনও কতটা সক্রিয় তা জনৈতে দেশজুড়ে বর্জ্য ও পয়ঃপ্রণালীর জলের সমীক্ষা শুরু হচ্ছে। সমীক্ষা করছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। সম্প্রতি নীতি আয়োগ কমিটির ‘ঠেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। অংশ নিয়েছিলেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাঁটি, কাশি থেকে করোনা ভাইরাস ছড়ায়। আর সর্দি-থুতু অথবা মানবদেহের রসের মধ্যে তা বহাল তবিরতে

বেঁচে থাকে। পরীক্ষায় অন্তত এমনটাই ধরা পড়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের সব রাজ্যে বর্জ্য নিকশি জলের সমীক্ষা শুরু হবে। কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কলকাতাসহ পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এবং কেএমডিএকে কেন্দ্রের প্রস্তাব জানিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলকাতা পুরসভাসহ রাজ্যের সব পুরসভাকে বর্জ্যজলের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। পাঠাতে হবে কল্যাণীর ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল জিনোমিক্স।



বেঁচে থাকে। পরীক্ষায় অন্তত এমনটাই ধরা পড়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের সব রাজ্যে বর্জ্য নিকশি জলের সমীক্ষা শুরু হবে। কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর কলকাতাসহ পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এবং কেএমডিএকে কেন্দ্রের প্রস্তাব জানিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলকাতা পুরসভাসহ রাজ্যের সব পুরসভাকে বর্জ্যজলের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। পাঠাতে হবে কল্যাণীর ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল জিনোমিক্স।

টুইটার-এর পর্থেই এবার মেটা, এবার ইনস্টাগ্রাম-এ ব্লু টিক পেতে খালি হবে পকেট

মেটা এই সপ্তাহে ইনস্টাগ্রামে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য ‘মেটা ভেরিফায়েড’ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এটি একটি সাবস্ক্রিপশন পরিষেবা যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের যেকোনও একটি সরকারী আইডি দিয়ে নিশ্চিতভাবে অ্যাকাউন্ট যাচাই করতে এবং একটি নীল ব্যাজ পেতে পারেন। এছাড়াও ডুয়ে অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে অন্তিরিক্ত অদ্বৈত সুরক্ষা পেতে এবং কাস্টোমার কেয়ারে সরাসরি অ্যাক্সেস পাওয়ার সুযোগ দেয়। মার্ক জুকরবার্গ মেটা ব্রডকাস্ট চ্যানেলে শেয়ার করা একটি নতুন ঘোষণায় মেটার নতুন আই পণ্যের জন্য বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। মেটা ভেরিফাই ক্রিয়েটরদের জন্য ওযবে প্রতি মাসে ১১.৯৯ ডলার এবং iOS-এ প্রতি মাসে ১৪.৯৯ ডলারে শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে, এই সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে নতুন এই পরিষেবা চালু হবে। শীঘ্রই অন্যান্য দেশে প্রসারিত হবে এই পরিষেবা। ‘মেটা ভেরিফাইড’ সাবস্ক্রিপশন পরিষেবাটি অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়। এটা সম্ভব যে অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের পেইড সাবস্ক্রিপশন পরিষেবা টুইটার ব্লু-এর মতো বা প্রযুক্তি জয়াস্ট মেটাকে একটি নতুন রাজস্ব স্টিম তৈরি করতে সহায়তা করবে। এলন মাস্কের নেতৃত্বে মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম টুইটার বিশ্বজুড়ে ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিক চার্জে ব্লু টিক-এর জন্য জন্য যাচাইকরণ পরিষেবা নিয়ে এসেছে।

অপারেশন দোস্ত : তুরস্কবাসীর আশীর্বাদ নিয়ে দেশ ফিরেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দল

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কে অপারেশন দোস্তের অধীনে নিয়োজিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম সোমবার দেশে ফিরেছে। বিশেষ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিদম্বর বাগি একটি টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, ৯৯ জন সদস্যের একটি দল সফলভাবে তুরস্কের ইস্কেন্দেরুনে একটি সম্পূর্ণ সজ্জিত ৩০ শয্যা বিশিষ্ট ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন এবং পরিচালনা করেছে, যা প্রায় চার হাজার রোগীর সার্বক্ষণিক চিকিৎসা করছে। চলতি মাসে ভয়াবহ ভূমিকম্পে কৈপে ওঠে তুরস্ক ও সিরিয়া। ভূমিকম্পের পরে অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রচেষ্টার পাশাপাশি চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য অপারেশন দোস্ত চালু করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নির্দেশ দিয়েছিলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা বাড়ােনা হবে। সেই মত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম পৌঁছে গিয়েছিল তুরস্কে। ‘অপারেশন দোস্ত’ মিশনে



তারাই এতদিন ধরে উদ্ধারকাজ করেছে। তাদের তৎপরতায় ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রাণ বেঁচেছে অনেকের। এবার বিপর্যয় অনেকটা সামলানো গিয়েছে। ফলে ভারতের উদ্ধারকারীরা ফিরে এসেছেন। ভারতের এই ভূমিকা কূটনৈতিক স্তরে প্রশংসিত হত হয়েছে। তবে তার চেয়েও বড় কথা, তুরস্কের বিপদগ্রস্ত আমজনতার মুখে মুখে এখন ফিরছে ভারতেরই কথা। দূ’হাত তুলে তারা আশীর্বাদ ধন্যবাদ। এভাবেই সকলে নিজেদের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন ওই

ভাইরাল হয়েছে তুরস্কের একটি ভিডিও। তাতে শুধুই স্থানীয়দের প্রতিক্রিয়া। উদ্ধারকাজে হাত বাড়িয়ে যে কতটা উপকার করেছে ভারত, সে কথাই বারবার বলা হয়েছে। সকলেরই একে বক্তব্য, তাই ফের ভারতের। একজন বলছেন, ভারত থেকে ওঁরা সরেছে সঙ্গে এসে আমাদের সাহায্য করেছে। ভূমিকম্পের পর আমি খুব একলা বোধ করছিলাম, কিন্তু ওঁরা আসায় আমি ভরসা পেয়েছি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। এভাবেই সকলে নিজেদের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন ওই

ভিডিওতে। বন্ধু তুরস্কের প্রতি ভারতের সক্রিয়তা দেখে তখনই সে দেশের প্রশাসনের তরফে ‘দোস্ত’ সম্বোধন করেছিল। আর মিশন শেষে সাধারণ জনতার আশীর্বাদ পেলে বন্ধু ভারত। সে অর্থে ‘অপারেশন দোস্ত’ যথেষ্ট কঠিন ছিল। ১১০ সদস্যের উদ্ধারকারী দল ও সেনাবাহিনী মিলে কার্যত অসাধ্য সাধন করেছে তুরস্ক ও সিরিয়ায়। লোকবল দিয়ে সাহায্য ছাড়াও মোট ৭ কোটি টাকার ত্রাণসাহায্য পাঠিয়েছে ভারত। তাই হতে অনেকই বলছেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক ভারতের উপর, অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাহায্য করার জন্য। এমনিতে মৌদীর সানসনকালে ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান অনেকটা জোরদার হয়েছে। প্রতিবেশী ও বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। যে কোনও বিপর্যয়ে ভারত পাশে থাকার বার্তায় তা স্পষ্ট। তুরস্কের বিপর্যয়ও তার ব্যতিক্রম হল না। আর সেটাই হয়ত পাওনা ভারতের।

মাওবাদী হামলায় রক্তাক্ত হতিশগড়ের রাজনন্দগাঁও, মৃত্যু দুই পুলিশ কর্মীর

রায়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাওবাদী হামলায় রক্তাক্ত হল হতিশগড়ের রাজনন্দগাঁও জেলা। মাওবাদীদের এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হয়েছে দুই পুলিশ কর্মীর। রাজনন্দগাঁও জেলার পুলিশ সুপার অভিষেক মীনা বলেছেন, সোমবার সকাল ৭টা

কানপুর লখনউ সাপ্তাহিক পার্সেল বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত

গোরখপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : রেল প্রশাসন দ্বারা কৃষক, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে, পশ্চিম রেলওয়ে মুম্বই বিভাগের অধীনে সুরাট জেলার চলথান রেলওয়ে স্টেশন থেকে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে লখনউ বিভাগের অধীনে গোরখপুরের নাকাহা জঙ্গল রেলওয়ে স্টেশন হয়ে জবলপুর, কানপুর লখনউ সাপ্তাহিক পার্সেল বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সাপ্তাহিক পার্সেল বিশেষ ট্রেনটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে প্রতি সোমবার চলথান থেকে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে প্রতি বুধবার নাকাহা জঙ্গল থেকে চালানো হবে। ০০৯১৯ চলখানানাকাহা জঙ্গল পার্সেল এক্সপ্রেস চলথান থেকে প্রতি সোমবার ০৭.৩০ টায় ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে জবলপুর থেকে ০১.০০ টায় ছাউনে, কানপুর সেন্ট্রাল ১৩.৪০ টায়, আইশরাগ ১৬.৫০ টায়, মাল ১ ঘণ্টা ৫ দণ্টা, ০১.০০ টায় , ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে প্রতি সোমবার ০০.০০ এ ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০২,৩০ এ নাকাহা জঙ্গলে পৌঁছায়। ফিরতি যাত্রায়, নাকাহা জঙ্গলচালথান পার্সেল এক্সপ্রেস ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে প্রতি বুধবার ১৫.০০ মিনিটে নাকাহা জঙ্গল ছাড়বে, গোমতীনগর (লখনউ) থেকে ০১.১০ টায়, আইশবাগ থেকে ০২.১৫ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৪.৫৩ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৪.৫৩ মিনিটে ছাউনে। তৃতীয় দিনে ০৯.১৫ এ পৌঁছাবে। এই ট্রেনে ১৩টি পার্সেল ভ্যান, K.M.G. ০২টি ক্রগেজতির যান এবং ০১ টি SLRD কোচ সহ মোট ১৬টি পার্সেল যান স্থাপন করা হবে। রেলওয়ে প্রশাসন ব্যবসায়ী, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ জনগণকে এই সাপ্তাহিক পার্সেল স্পেশাল ট্রেনের সুবিধা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছে।

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু, অভিভাষণের সময় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে স্লোগান

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারি : সমাজবাদী পার্টির বিধায়কদের ইহটীগালের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে গেল উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। সোমবার বিধানসভায় রাজ্যপাল আনন্দীবেন পাটেলের অভিভাষণের সময় বিরোধী বিধায়করা রাজ্যপাল গো ব্যাক স্লোগান তোলেন। বিধানসভায় প্ল্যাকার্ড দেখান বিরোধী বিধায়করা, বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপালের ভাষণের বিরোধিতা করেন তারা। এর আগে সকালে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান সমাজবাদী পার্টির বিধায়করা। উত্তরপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী সুরেশ খান্না সন্ধ্যত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন। এদিন বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, বিধানসভায়

Name Change I, JOTIRMOY BANERJEE (Old Name) S/o BIBHUTI BANERJEE residing at Naity Road, Birla Jhilar , Nabagram, PO– Bara Bahera, PS–Uttarpura, Dist–Hooghly, PIN – 712246 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) JYOTIRMOY BANERJEE (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/02/2023. JYOTIRMOY BANERJEE and JYOTIRMOY BANERJEE both are same and one identical person.	Name Change I, BASIRON BEGUM W/o SAHID BOX residing at Vill- Amliya, PO-Mandra, PS- Dhanikhalhi, Dist- Hooghly, Pin-712301 WEST BENGAL, INDIA. do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name JISAN BOX (DOB-29-06-2016) instead of JISAN BAKS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20/02/2023. JISAN BOX and JISAN BAKS both are same and one identical person.
Name Change I, JAHED ALI (old name) S/o SK MAFIL residing at Vill-Birampur, PO-Junput, PS-Junput, Coastal, Dist- East Medinipur, Pin- 721450 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SK MOKHTAR ALI (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. JAHED ALI and SEIKH JAHED ALI all are same and one identical person.	Name Change I, SAHID BAKS (old name) S/o HABIBER ROHAMAN BOX residing at Vill-Amliya, PO- Mandra, PS- Dhanikhalhi, Dist- Hooghly, Pin-712301 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SAHID BOX (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. SAHID BAKS and SAHID BOX both are same and one identical person.
Name Change I, SK MOKHTAR alias SK MUKHTAR (old name) S/o SK ANOWAR ALI residing at Y- 98/A, Mather Saheb Math Road, PO- Bartala, PS-Rajabagan, Kolkata-700018 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SK MOKTAR ALI (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. SK MOKHTAR alias SK MUKHTAR and SK MOKTAR ALI all are same and one identical person.	Name Change I, SURAJEET SINGH (old name) S/o GOUTAM SINGH residing at RA-Block, Basanti Devi Colony, Bidhanagar South, Salt Lake, North 24 Pgs- 700098 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SURAJIT SINGH (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. SURAJEET SINGH and SURAJIT SINGH all are same and one identical person.
Name Change I, MOSARRAT JAHAN (old name) W/o SK MASIULLAH residing at 16D, Golam Jilani Khan Road, Tiljala, Kolkata, Pin- 700039 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MUSARRAT JAHAN (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. MOSARRAT JAHAN and MUSARRAT JAHAN all are same and one identical person.	Name Change I, ZOHRA BIBI (old name) W/o SK MOKTAR ALI residing at Y-98/A, Mather Saheb Math Road, PO-Bartala, PS-Rajabagan, Kolkata- 700018 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) JOHARA BIBI (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. ZOHRA BIBI and JOHARA BIBI all are same and one identical person.
Name Change I, SULATA MALLIK (old name) W/o PALASH KANTI MALLIK residing at Uday Palli Paschim, Memari- 1, PO- Memari, PS- Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin- 713146 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SULATA MALLIK (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. SULATA MALLIK and SULATA MALLICK all are same and one identical person.	Name Change I, PALASH KANTI MALLIK (old name) S/o LATE SAROJ MALLIK residing at Uday Palli Paschim, Memari- 1, PO- Memari, PS- Memari, Dist-Purba Bardhaman, Pin- 713146 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) PALASH KANTI MALLICK (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. PALASH KANTI MALLIK and PALASH KANTI MALLIK all are same and one identical person.
Name Change I, Hafizur Rahaman (Old Name) S/o Nur Islam Mondal residing at Belgaria Nadia pin - 741222 WEST BENGAL, INDIA. I have changed my name (Shall henceforth be known as Hafizur Mondal(New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/02/2023 Hafizur Rahaman and Hafizur Mondal both are same and one identical person.	Name Change I, BISWABJOY MITRA (old name) S/o PULAK MITRA residing at 234/A RAJA RAM MOHAN ROY ROAD KOLKATA - 700008 WEST BENGAL, INDIA.I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) BISHWABJOY MITRA (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 20/02/2023. BISWABJOY MITRA and BISHWABJOY MITRA all are same and one identical person.

ভারতের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারে শ্রীলঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নাগপুর এবং দিল্লি টেস্টে দাপটের সঙ্গে জয় পেয়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়াকে একপেশে ম্যাচে হারিয়েছে দুবার। ক্যান্সার ক্রিগেড বুঝতেই পারছে না কি করা উচিত। তবুও টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় মঞ্চ অর্থাৎ চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল নিশ্চিত নয় ভারতের। অঙ্কের বিচারে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও এই লড়াইতে আছে শ্রীলঙ্কা। যদি বাকি দুটো টেস্ট ম্যাচের ভারতকে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া অথবা ড্র হয় তাহলে লঙ্কার একটা সুযোগ থাকবে ফাইনাল খেলার। দুটো টেস্ট যদি ভারত এবং



অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ড্র হয় সেক্ষেত্রে ভারতের পয়েন্ট দাঁড়াবে ৬০.৬৪। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডকে শ্রীলঙ্কা দুটো টেস্ট ম্যাচে হারিয়ে দিলে তাদের পয়েন্ট হবে ৬১.১১। দক্ষিণ আফ্রিকা ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে লড়াই থেকে। অস্ট্রেলিয়া ৬৬.৬৭ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে শীর্ষে আছে। ৬৪.০৬ পয়েন্ট নিয়ে ভারত দুই নম্বরে। ইনদওর টেস্ট ভারত জিতে গেলে তারা শুধু

সমালোচনা হলেও ওপেনার রাহুলকে ভারত বাদ দেবে না সেটা বুঝিয়েই দিয়েছেন অধিনায়ক রোহিত এবং কোচ ড্রাবিড। তাদের যুক্তি যে ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের সেঞ্চুরি করতে পারে টেস্ট ক্রিকেটে যে এত তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে না। তাই আপাতত দুর্দান্ত ছন্দে থাকলেও টেস্ট ক্রিকেটে বাইরেই থাকতে হচ্ছে শুভমন গিলকে।

বল করার সুযোগই পাচ্ছেন না জাডেজার কাছে তাঁর নামেই অভিযোগ অক্ষরের

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ দলের তৃতীয় স্পিনার তিনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে বল করার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র কয়েকটি ওভর। একটিও উইকেট পাননি। তবে রবীন্দ্র জাডেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনের দাপটে আড়াই দিনে টেস্ট জিতেছে ভারত। ম্যাচের পর জাডেজার উদ্দেশ্যে অভিমানী অক্ষর। তাঁর অভিযোগ, জাডেজা এবং অশ্বিন মিলে তাঁকে বল করানোর সুযোগই দেননি। ব্যাপারটি ঘটেছে অবশ্য মজার ছলেই। দুই ক্রিকেটার ম্যাচের পর বোর্ডের ওয়েবসাইটে কথা বলছিলেন। সেখানে জাডেজার উদ্দেশ্যে অক্ষর বলেন, “সার, আমি তো বল করার সুযোগই পাচ্ছি না। আমি যাতে বল করার সুযোগ না পাই, তার জন্যেই কি তুমি এত ভাল বল করছ?” অক্ষরের কথা শুনে হেসে



ফেলেন জাডেজা। তবে উত্তর ছিল চোঁটের গোড়াতেই। ভারতের অনুরাউন্ডার পাল্টা বলেন, “তুমি বল না পেলেই বা কী! যখন ব্যাট করার সময় অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের খুবই সাধারণ মানের মনে হয়।

দেখে কে বলবে এই পিচে ঘূর্ণি রয়েছে বা বাউন্স কম পাওয়া যাচ্ছে।” জাডেজার দাবি মোটেই মিথ্যা নয়। প্রথম টেস্টে ব্যাট হাতে অর্ধশতরান করেছিলেন অক্ষর। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে যখন ভারতের ইনিংসে ধস নামে, তখনও ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন অক্ষর। ৭৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে পাল্টা অস্ট্রেলীয়দের চাপে ফেলে দেন। সেটিই শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ফারাক গড়ে দিয়েছে। অক্ষরের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজের সাফল্যের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন জাডেজা। বলেন, “অস্ট্রেলীয়রা খুব সুইপ এবং রিভার্স সুইপ খেলতে পছন্দ করে। তাই আমি চেষ্টা করি স্টাম্প লক্ষ্য করে বল করে যেতে। যদি ওরা মিস্ করে এবং বলের বাউন্স কম থাকে, তা হলে সেটা স্টাম্পে গিয়ে লাগবেই। আজও তাই হয়েছে। পাঁচটা বল গিয়ে লেগেছে স্টাম্পে।”

চরম বিতর্কে তখনই পাকিস্তান

বাবরের মুখ দেখতে চান না করাচি কিংসের অধিনায়ক ইমাদ!



লাহোর, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তান ক্রিকেট ফের ডামাডোল। জাতীয় দলের অধিনায়ক বাবর আজমের মুখও দেখতে চান না এক পার ক্রিকেটার। দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যেই যদি সম্পর্ক ঠিক না থাকে তা হলে তো চোকাঠুকি হবেই। চলতি পাকিস্তান সুপার লিগে ঠিক এমনটাই হয়েছে। পাক নেতা বাবর আজমের মুখও দেখতে চান না বলে দিয়েছেন পিএসএল ড্র্যাগনাইজি করাচি কিংসের অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। হঠাৎ কেন বাবরকে নিয়ে ‘স্পিকারিট নট’ ইমাদ ওয়াসিম? পিএসএলে করাচি কিংস শনিবার কয়েটা গ্র্যান্ডিয়েটসের কাছে ছয় রানে হেরেছিল। সেই নিয়ে টানা হারের হ্যাটট্রিক করে ইমাদ ওয়াসিমের দল। ম্যাচের শেষে সংবাদ সম্মেলনে ইমাদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, বাবর আজমের টিম পেশোয়ার জালমির বিরুদ্ধে তাঁর দল কতটা প্রস্তুত ছিল। তবে জালমি অধিনায়ক অর্থাৎ বাবর আজমের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও কথা বলতে রাজি হননি। করাচি কিংসের অধিনায়ক ইমাদ বলেন, “এটা এমন নয় যে মিডিয়াতে আসা সব খবর সব সময় সত্যি হয়। কখনও তা সত্যি হয়, আবার কখনও তা মিথ্যা হয়। আমি বাবরকে নিয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। কারণ আমাদের দল যেভাবে খেলেছে তাতে ফলাফলের দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।” পাক মিডিয়া থেকে জানা গিয়েছে, বাবর আজম ও ইমাদ ওয়াসিমের মধ্যে বর্তমানে সম্পর্ক ভালো নেই। নেটিজেনদের বক্তব্য সেই কারণে বাবরকে নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ইমাদ। একইসঙ্গে তিনি জানান, দলের জন্য শেষ অবধি লড়বেন। তিনি বলেন, “ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি চাপে নেই। টুর্নামেন্ট থেকে যতক্ষণ না বেরিয়ে যাব ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব। আমরা খেলা শেষ করতে পারিনি সেটাই আমাদের হারের অন্যতম কারণ।” উল্লেখ্য, রবিবার লাহোর কালান্দার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল করাচি কিংসের। সেই ম্যাচে ৬৭ রানে জিতেছেন ইমাদ ওয়াসিমরা। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন করাচির অধিনায়ক ইমাদ।

কী করলে রানে ফিরবেন রাহুল? পরামর্শ দিলেন প্রসাদ

মুম্বই, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ধারাবাহিক বার্থতা। ফরম্যাট বদলালেও লোকের রাহুলের ফর্মে কোনও ছাপ পড়েনি। ধারাবাহিক বার্থতা চলছেই। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও কোনও উন্নতি নেই। অথচ টানা সুযোগ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নাগপুর এবং দিল্লি টেস্টে ভারত দাপটের সঙ্গে জিতলেও



রাহুলের পারফরম্যান্স উল্লেখযোগ্য নয়। টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য তাঁর পাশেই দাঁড়াচ্ছে। মনে করা হয়েছিল টানা দুই ম্যাচে বার্থতার জেরে বাদ পড়তে পারেন লোকেশ রাহুল। বাকি দুই টেস্টে সুযোগ দেওয়া হতে পারে ফর্মে থাকা তরুণ ওপেনার শুভমন গিলকে। বাকি দুই টেস্টের স্কোয়াডে রয়েছেন রাহুল। টিম ম্যানেজমেন্ট যে ভাবে তাঁর

পাশে দাঁড়িয়েছেন বাদ পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রানে ফিরতে কী করা উচিত রাহুলের? পরামর্শ দিলেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। বিদেশের মাটিতে হোক কিংবা হোম সিরিজ, টেস্টে সাম্প্রতিক সময়ে জাডেজার চেয়েও ব্যাটিং গড় কম রাহুলের। জাডেজা বোলিং অলরাউন্ডার। অথচ দলের

গাভাসকার ট্রফিতে দুই টেস্টে তাঁর মোট রান ৩৮। ব্যাটিং গড় ১২.৬৭। এর আগেও রাহুলের মতো ওপেনারকে খেলানো নিয়ে ফ্লোভ প্রকাশ করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন স্পোর্টস স্পেশালিস্ট প্রসাদ। আরও একবার ফ্লোভ উগরে দিলেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রসাদ লিখেছেন, ‘অনেকেই বলে থাকে বিদেশের মাটিতে ওর ব্যাটিং রেকর্ড খুব ভালো। পরিসংখ্যান কিন্তু অন্য কথা বলছে। বিদেশে ৫৬ ইনিংসে তাঁর ব্যাটিং গড় ৩০-র মতো। বিদেশের মাটিতে আধ উভান সেঞ্চুরি রয়েছে। যদিও বাকি ম্যাচ গুলিতে ব্যর্থতার জেরেই ব্যাটিং গড় ৩০।’ শিবর গাওয়া, আজিঙ্কে রাহানের মতো ক্রিকেটারদের বিদেশের মাটিতে রাহুলের তুলনায় অনেক অনেক ভালো, পরিসংখ্যান দিয়ে উল্লেখ করেছেন প্রসাদ। রাহুলের জন্য তাঁর পরামর্শ, ‘রাহুলকে বাকি দুই টেস্টের স্কোয়াডেও রাখা হয়েছে। ওকে যদি একাদশেও রাখা হয়, ইন্দোরে রানে ফেরাটাই তাঁর কাছে সেরা পরিস্থিতি। ইন্দোরে ভালো ইনিংস খেলতে পারলে আমার মতো বাকি সমালোচকদের মুখও বন্ধ থাকা যাবে। তা না হলে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলা এবং ফর্মে ফিরেই টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা করে নেওয়া ভালো।’

জোড়া হারের জের?

তৃতীয় টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়া ফিরে গেলেন কামিন্স



ইন্দোর, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ প্রথমে নাগপুর, পরে দিল্লি। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির মতো প্রেস্টিজিয়াস টুর্নামেন্টে জোড়া হার হজন করতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। ভারতের কাছ থেকে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন প্যাট কামিন্সরা। উল্টে মুখ বাঁচানোর পথ খুঁজছে ক্যান্ডার শিবির। সিরিজের প্রথম দুটি টেস্ট হেরে এখন তারা ব্যাকফুটে। টগবগে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে বাকি দুটি টেস্টেও হারের আতঙ্ক চেপে বসেছে অজি শিবিরে। এই দুঃসময়ের মধ্যেই যেন খাঁড়া নেমে এল অস্ট্রেলিয়া দলের উপর। ইন্দোরে তৃতীয় টেস্ট শুরু হচ্ছে ১ মার্চ থেকে। দলবল ছেড়ে তার আগেই অস্ট্রেলিয়া ফিরে গেলেন প্যাট কামিন্স। রবিবার চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ৬ উইকেটে জিতে নিয়েছে ভারত। রবীন্দ্র জাডেজার ঘূর্ণিতে দ্বিতীয় ইনিংসে তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনেই অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সদের দেওয়া ১১৫ রানের গণ্ডি টপকে ভারতের দিল্লি জয় করে ফেলে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দেশে ফিরে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যমে তরফে জানা গিয়েছে, কিছু ব্যক্তিগত কারণের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় ফিরেছেন কামিন্স। পরিবারের কোনও সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন অজি অধিনায়ক। তাই সিডনি ফিরে গিয়েছেন তিনি। তাহলে কি ইন্দোরে তৃতীয় টেস্টে খেলবেন না কামিন্স? তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তৃতীয় টেস্ট শুরু হতে হতে এখনও অনেকটা সময়। পরিবারের সদস্য রাই সিডনির বিমান ধরেন। আশা করা হচ্ছে, ইন্দোর টেস্ট শুরু হওয়ার আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। একান্তই যদি ফিরতে না পারেন সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলাবেন স্টিভ স্মিথ। এর আগেও কামিন্সের অনুপস্থিতিতে স্মিথ নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বার্সেলোনায় না ফিরে তাহলে মায়ামিতে যাচ্ছেন মেসি

প্যারিস, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ পিএসজিতে তাহলে আর মেয়াদ বাড়ছে না লিওনেল মেসির! এ বছর জুনেই মেসির সঙ্গে পিএসজির দুই বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফরাসি ক্লাবটি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের চুক্তি নবীকরণ করতে চায়-এটা শোনা যাচ্ছে বিশ্বকাপের পর থেকেই। বেশ কয়েকবার মেসির সঙ্গে পিএসজির এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। এখানে ব্যাপারে। কিন্তু অগ্রগতি শূন্যই বলা যায়। মেসির এজেন্ট তার বাবা হোর্হে মেসি। তাঁর সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেও চুক্তির কিছু ধারা

নিয়ে নাকি একমত হতে পারেনি দুই পক্ষ। এর মধ্যেই খবর বেরিয়েছে পিএসজির সামগ্রিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নাকি পছন্দ নয় মেসির। সবকিছু মিলিয়েই তিনি পিএসজি ছাড়তে চান। পিএসজি ছাড়লে মেসির গন্তব্য কোথায়? তিনি কি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পথ অনুসরণ করে সৌদি আরবের কোনো ক্লাবে যাবেন? কিছুদিন আগে তো গুঞ্জন উঠেছিল, রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসরের প্রধান প্রতিদ্বন্দী ক্লাব আল হিলাল নাকি মেসিকে বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে সম্প্রতি ব্রিটিশ পত্রিকা

ডেইলি মির জানিয়েছে, পিএসজি ছাড়লে মেসির সম্ভাব্য গন্তব্য হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামি।



ডেভিড বেকহামের মালিকানাধীন মায়ামি নাকি মেসিকে তার আর্থিক চাহিদার পুরোটাই মেটাতে পারবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। ২০২১ সালে

মেসি যখন বার্সেলোনা ছাড়লেন, তখন বলেছিলেন, তিনি আবার বাসায় ফিরতে চান। বার্সেলোনার সমর্থকরাও আশায় বুক বেঁধে রেখেছেন, তাঁদের প্রিয় তারকা যদি আবার ফেরেন ক্যাম্প ন্যু-তে! পিএসজির সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত ব্যাপারে অচলাবস্থা বার্সেলোনার সমর্থকদের আশা আরও বাড়িয়েছিল। কিন্তু মেসির বাবা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, বার্সেলোনার তরফ থেকে মেসির জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব এখনো আসেনি। স্পেনের ক্রীড়া দৈনিক স্পোর্টকে তিনি বলেছেন, “আমার মনে হয় না, মেসি আবারও

বার্সায় খেলবে। লাপোয়ার্তার (বার্সা সভাপতি) কোনো প্রস্তাব আমরা এখনো পাইনি। কথা বলার তাে প্রশ্নই নেই।” এ নিয়ে গুঞ্জন আরও বেড়েছে কিছুদিন আগে দেওয়া মেসির একটা সাক্ষাৎকারে। সেই সাক্ষাৎকারে মেসি আভাস দিয়েছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিকল্পনা করছেন। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে এখন তাই মনে হচ্ছে, ইন্টার মায়ামিই আগামীতে মেসির সম্ভাব্য গন্তব্য। তবে সবকিছু নির্ভর করছে এই মরসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি শেষ পর্যন্ত কী করতে পারে, তার ওপর।

মেসির ফ্রি-কিকে জয়ে ফিরল পিএসজি, স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়লেন নেইমার

প্যারিস, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ চোখ রাঙাচ্ছিল আরেকটি হার! ৮৬ মিনিট পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে লিলা। আগের তিন ম্যাচ হেরে যাওয়া পিএসজির সামনে তখন টানা চতুর্থ হারের শঙ্কা। কিন্তু পার্ক দ্য প্রিন্সেসের ম্যাচটিতে তখনো গল্প লেখা বাকি কিলিয়ান এমবাপে ও লিওনেল মেসির। ৮-৭ মিনিটে সমতা এনে দিলেন এমবাপে, ৯৫ মিনিটে দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে জয়ে এনে দিলেন মেসি। লিগকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে তিন ম্যাচ পর জয়ে ফিরল পিএসজি। তবে শেষের ঝলকে দুর্দান্ত জয়ের ম্যাচটিতে শঙ্কার ছায়াও আছে পিএসজির। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে চোট পেয়ে স্ট্রেচারে মাঠ ছেড়ে যান নেইমার। ব্রাজিলিয়ান তারকার চোখেমুখের অব্যক্তিতে ছিল তীব্র চোটের বেদনা। নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচটিতে শুরুতেই জোড়া গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। ১০ম মিনিটে নেইমারের সহায়তায় প্রথম গোালটি এনে দেন এমবাপে। সাত মিনিট পর ব্যবধান ২-০ বামিয়ে দেন নেইমার। এই সময় অনেকের মনে উঁকি দিচ্ছিল দুই দলের প্রথম লেগের ম্যাচ। ২২ আগস্ট লিলের মাঠে এমবাপের হ্যাটট্রিক আর মেসি, নেইমারদের গোলে ৭-১ গোলে জিতেছিল পিএসজি। কিন্তু এবার আর ম্যাচটা এক পাক্ষিক থাকতে



দেয়নি লিলা। বরং টানা তিন গোল করে জয়ের সম্ভাবনাই জাগিয়ে তোলে পয়েন্ট তালিকার চারে থাকা দলটি। এর মধ্যে ২৪ মিনিটে লিলের হয়ে গোলের সূচনা করেন বাফোদে দহিকাতো। আন্দ্রে গোমেজের ক্রস থেকে পাওয়া বলে তাঁর নেওয়া হেড পিএসজি গোলরক্ষকের দেখা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রথমার্ধের বাকি সময়েও পিএসজি রক্ষণ বেশ কয়েকবার আতঙ্ক ছড়ায় দলটি।

তবে সমতার গোল পেতে অপেক্ষা করতে হয় ৫৮ মিনিট পর্যন্ত। কর্নার থেকে আসা বল ক্রিয়ার করার সময় ভেরান্তির হ্যান্ডবল হলে পেনাল্টি পায় লিলা। যা কাজে লাগিয়ে স্কোরলাইন ২-২ করেন কানাডিয়ান ফরোয়ার্ড জ্যোহান ডেভিড। এর কিছুক্ষণ আগে আক্রমণভাগ থেকে নেইমারকে হারিয়ে ফেলে পিএসজি। আন্দ্রে গোমেজের চ্যালেঞ্জে পায়ে আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়েন ব্রাজিলিয়ান

ফরোয়ার্ড। অবশ্য গুরুতর বিবেচনায় স্ট্রেচারে করে মাঠ থেকে বের করে নেওয়া হয় তাঁকে। এ সময় ব্যথায় কাতরভাবে দেখা যায় নেইমারকে। লিলা তৃতীয় গোালটি পায় ৬৯ মিনিটে। মাঝমাঠে ভেরান্তিকে হারিয়ে আন্দ্রে গোমেজ লম্বা করে সামনে বল বাড়ান। ছুটে গিয়ে বল নাগালে বেনে জনাথন বামবা। দম্নারুম্মাকে ফাঁকি দিয়ে জোরালো শটে বল জালে জড়ান এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। ৩-২ গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পর আক্রমণ গতি বাড়ানোর চেষ্টা করেন এমবাপে-মেসিরা। তবে ফিনিশিং দুর্বলতায় কাজ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৮৭ মিনিটে আচমকাই গোল পেয়ে যায় স্বাগতিকেরা। ডেভান্তির বল ধরে গোলমুখে বাড়ান ছয়ান বার্নাট। ছোট ডি বক্সে ঢুকে স্নাইড শটে বল জালে জড়ান এমবাপে। এর পর ৯৫তম মিনিটে আসে মেসির তিন পয়েন্ট এনে দেওয়া গোল। ডি বক্সের সামান্য বাইরে আন্দ্রে গোমেজের ফাউলের শিকার হয়ে ফ্রি-কিক আদায় করেন মেসি। ডান দিকের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে পিএসজিকে জয়সংবে ভাসান আর্জেন্টাইন তারকা। এই জয়ে লিগ আঁতে পিএসজির পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৫৭। দুইয়ে থাকা মোনাকোর পয়েন্ট ৫০।

মঙ্গলবার থেকে ডার্বির অনুশীলনে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারিঃ ডার্বি মুডে ঢুকে পড়েছে শহর কলকাতা। রবিবার দুপুরে হকি ডার্বিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় কলকাতা ময়দান। দুই পক্ষের সমর্থকদের ও কর্তাদের হাতাহাতি আইএসএলের ডার্বির পারদ অনেকটাই চড়িয়ে দিয়েছে। আইএসএলের ফিরতি পর্বের ডার্বির আগে দুই শিবির দুই মেরুতে। প্লে অফ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে মোহনবাগানের। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গলের হারানোর কিছু নেই। প্লে অফ নিশ্চিত হয়ে গেলেও বড়



ম্যাচ জিততে প্রস্তুত এটিকে মোহনবাগান। লিগ টেবিলের তিন নম্বরে শেষ করতে চাইছে সবুজ মেরুন শিবির। তাতে তুলনামূলক সহজ দল এবং ঘরের মাঠে খেলার ফায়দাকে কাজে লাগাতে চায় সবুজ-মেরুন। ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্ককে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের শিখরে মোহনবাগান। ১৯ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিল তিন নম্বরে ফেরান্দোর দল। শেষ সাতটা ডার্বিই জিতেছে মোহনবাগান। আটটা ডার্বি অপরাধিত। কোচ ছয়ান ফেরান্দোর ডার্বি ভাগ্যও বেশ ভালো। এখনও পর্যন্ত একটাও বড় ম্যাচ হারেননি স্প্যানিশ কোচ। শনিবারের ডার্বিতেও শেষ হাসি হাসতে চান। মঙ্গলবার থেকে ডার্বির অনুশীলনে নামছে মোহনবাগান। কার্ড সমস্যায় নেই হ্যামিলা। গত ম্যাচে চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন ছগো বোমাস। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে তাঁকে তুলে নেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ। বুকি নিতে চাননি ফরাসি মিডিওকে নিয়ে। বড় ম্যাচে বোমাসই হতে পারেন ফেরান্দোর মূল অস্ত্র। ডার্বিতে গোল করার অপেক্ষায় পেত্রাতোস আর গ্যালোগো। ইস্টবেঙ্গল শেষ ম্যাচে মুম্বইয়ের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে জেতায় সতর্ক থাকছেন ফেরান্দো। প্লে অফের আগে বড় ম্যাচ জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি দলের আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে রাখতে চান বাগান হেডস্যার।